

মংডুর পথে বিপ্রদাশ বড়ুয়া

৩ গদ্যটির মূলকথা

আমাদের পূর্ব দিকের দেশ মিয়ানমার। মিয়ানমারের পশ্চিম সীমান্তের শহর মংডু দিয়ে লেখকের ওই দেশ সফর শুরু হয়েছিল। মংডুর মানুষের পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাস, ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে একটি ধারণা এই রচনা থেকে পাওয়া যায়। মংডুতে বসবাসরত বিভিন্ন ধর্মের লোক সম্পর্কেও পরিচয় আছে এতে। সেখানকার মেয়েরা অনেকটা স্বাধীনভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য করে। মিয়ানমারে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের প্রাধান্য থাকলেও মংডুতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুসলমানের বসবাস লক্ষ করেছেন লেখক।



৪ গদ্যটির শিখনফল : গদ্যটি অনুশীলন করে আমি—

- ◻ শিখনফল-১ : বিভিন্ন দেশের লোকদের খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে জানতে পারব। [দি. বো. '১৯]
- ◻ শিখনফল-২ : বিভিন্ন দেশের অধিবাসীদের পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে ধারণা লাভ করব। [য. বো. '১৯]
- ◻ শিখনফল-৩ : ব্যবসায়-বাণিজ্য ও নারীদের স্বাধীনতা সম্পর্কে ধারণা লাভ করব। [ম. বো. '১৯]
- ◻ শিখনফল-৪ : বিভিন্ন বিভিন্ন দেশের ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পারবে।
- ◻ শিখনফল-৫ : ভিন্ন দেশ সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হব এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ভালোবাসব। [চা. বো.; য. বো. '১৪]
- ◻ শিখনফল-৬ : ভ্রমণের সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কে জানতে পারবে।

৫ লেখক-পরিচিতি

নাম : বিপ্রদাশ বড়ুয়া।

জন্ম তারিখ : ২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ। জন্মস্থান : চট্টগ্রামের ইছামতী গ্রামে।

শিক্ষাজীবন : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা বিষয়ে ম্াতকোভর ডিপ্রি অর্জন।



সাহিত্যকর্ম : উপন্যাস : অচেনা; সমুদ্রচর ও বিদ্রোহীরা; মুক্তিযোদ্ধারা ইত্যাদি। প্রবন্ধ : কবিতায় বাকপ্রতিমা। নাটক : কুমড়োলতা ও পাখি।

জীবনী : বিদ্যাসাগর, পল্লীকবি জসীমউদ্দীন। ছেটগল্প : যুদ্ধজয়ের গল্প, গাঙ্গচিল ইত্যাদি। শিশুসাহিত্য : সূর্য লুঠের গান।

পুরস্কার ও সন্মাননা : তিনি দুবার অগ্রন্তি ব্যাংক শিশুসাহিত্য পুরস্কার, বাংলা একাডেমি পুরস্কার এবং অতীশ দীপঙ্কর স্বর্ণপদক লাভ করেন।

৬ পাঠের উদ্দেশ্য

রচনাটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা প্রতিবেশী একটি দেশের অর্থনীতি, জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতির রূপ সম্পর্কে অবহিত হতে পারবে। ওই দেশ সম্পর্কে তাদের মনে আগ্রহ ও ভালোবাসা সঞ্চারিত হবে।

৭ শব্দার্থ ও টীকা

পাঠ-১ : বোর্ড বইয়ের শব্দার্থ ও টীকা

(জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রকাশিত 'সাহিত্য-কণিকা' বইটি দেখ)

পাঠ-২ : বোর্ড বইয়ের অতিরিক্ত শব্দার্থ ও টীকা

সীমান্ত — সীমানার শেষ প্রান্ত।

যোগাযোগ — মিলন, সংযোগ, লেনদেন।

ধ্বংসপ্রাপ্ত — ক্ষয় হয়ে যাওয়া এমন, বিনাশপ্রাপ্ত, বিলোপপ্রাপ্ত।

আলাদা	— পৃথক, স্বতন্ত্র, অন্য ভিন্ন।
পরিধি	— চারদিকের সীমারেখা, প্রান্ত; বৃত্তের বেঠনরেখা।
উপকূল	— কূলের নিকটবর্তী স্থান।
রাজসভা	— রাজদরবার।
হেলেবেলা	— বাল্যকাল, শৈশবকাল।
অপরূপ	— অপূর্ব, অতুলনীয়, বিশ্বরূপ, আশ্চর্য।
রূপকথা	— উপকথা, অসম্ভব কাল্পনিক কাহিনি।

৮ বানান সতর্কতা

নিচের শব্দগুলোর সঠিক বানান জেনে নিই—

সীমান্ত	নিরবচ্ছিন্ন	স্থাপন	ব্যাডেল	স্মৃতি	শুক্র	ধ্বংসপ্রাপ্তি	শুক্রপক্ষ	পঞ্চাশ	রেঙ্গেরী
প্রোট	ব্লাউজ	গেঞ্জি	পাইক্যা	দুর্গন্ধি	প্লাইস	কক্ষ	কৃষ্ণচূড়া	স্যাডেল	কিপ্রি

নারকেলতেল ছাড়া শ্রীলংকানরা রাম্ভা করে না এবং রাম্ভায় প্রচুর মসলা এবং লাল মরিচ ব্যবহার করে। এই বিষয়টি চাকমা-মারমারা যে ধানিলঙ্কা পুড়িয়ে নূন ও পেয়াজ দিয়ে ভর্তা করে, ভ্রমণকাহিনির সেই বিষয়ে বর্ণনার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। তাই বলা যায় যে, উদ্দীপক-১ এ 'মংডুর পথে' ভ্রমণকাহিনির প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বিষয়টি এবং খাবারের বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে।

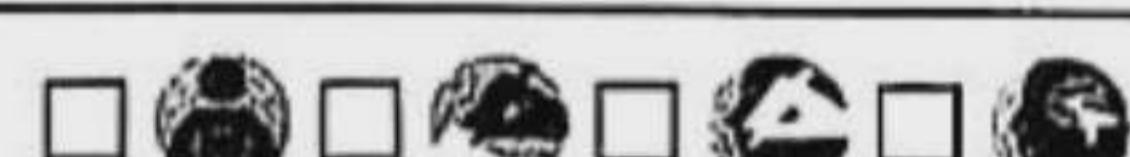
য ০ উদ্দীপক-২-এ মিয়ানমারবাসীদের জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতির পুরো দিকটি প্রকাশ পেয়েছে।— মন্তব্যটি যথার্থ নয়।

• সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রার দিকে লক্ষ করলেই প্রতিটি দেশের মধ্যে যে ভিন্নতা রয়েছে সেটি অনুধাবন করা যায়। এক দেশের সাথে অন্য দেশের জীবনযাত্রার হয়তো আংশিক মিল থাকতে পারে, তবে সেখানে অমিলের ভাগই বেশি।

• উদ্দীপক-২-এ শ্রীলংকার মেয়েদের পোশাক-পরিচ্ছদের কথা বলা হয়েছে। শ্রীলঙ্কার মেয়েরা খুবই সাধারণ পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করে। দামি পোশাক ও সাজগোজের দিকে তাদের তেমন একটা আগ্রহ নেই। তারা সহজ ও সুন্দর জীবনধারার সাথে মিয়ানমারবাসীর কিছুটা মিল রয়েছে, তবে সম্পূর্ণ জীবনধারা ও সংস্কৃতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। কারণ মংডুর নারীদের পোশাক-পরিচ্ছদের কথাই কেবল রচনায় প্রকাশ পায়; ব্যাবসা-বাণিজ্য, ধর্ম, প্রকৃতি ইত্যাদির কথা যা উদ্দীপকে প্রকাশ পায়নি।

• 'মংডুর পথে' রচনায় মিয়ানমারের জনগণের জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। তাদের সেই জীবনচরণের চিত্র শ্রীলঙ্কার মেয়েদের পোশাক-পরিচ্ছদের বর্ণনায় সম্পূর্ণভাবে প্রতিফলিত হয়নি। তাই বলতে পারি, প্রশ়োন্ত মন্তব্যটি যথার্থ নয়।

টপিকের ধারায় প্রশ্নীত



সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

মূলপাঠ ► পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা 54

১. কোথা থেকে বাংলাদেশে লুঙ্গি প্রবেশ করে? [রা. বো. '১৯]
ক) পশ্চিমবঙ্গ খ) আরাকান
গ) চট্টগ্রাম ঘ) বার্মা
২. কোন পোশাকটি বার্মা থেকে এসেছে? [ব. বো. '১৭]
ক) লুঙ্গি খ) শার্ট
গ) বর্মি টুপি ঘ) বর্মি কোট
৩. চাঁয়ের দোকান থেকে লোকজন লেখকের দিকে তাকিয়ে ছিল কেন? [কু. বো. '১৯]
ক) প্যান্ট পরায় খ) বিদেশি বলে
গ) বাংলা কথা বলায় ঘ) মহাথেরো সাথে থাকায়
৪. চট্টগ্রামের ব্যাডেল রোড কাদের সূতি বহন করে? [সি. বো. '১৯; দি. বো. '১৭]
ক) পুরুগিজদের খ) বড়ুয়াদের
গ) ইংরেজদের ঘ) ফুঙ্গিদের
৫. কোন হোটেলে লেখকের জায়গা হলো না? [ব. বো. '১৯]
ক) ইউনাইটেড খ) কাউখান
গ) মিরাডং ঘ) আয়ুবাইন
৬. 'মংডুর পথে' ভ্রমণকাহিনিতে লেখকের দ্বিতীয় দিন কত তারিখ ছিল? [ম. বো. '১৯]
ক) ২৫শে মে খ) ২৬শে মে
গ) ২৪শে জুন ঘ) ২৫শে জুন
৭. 'মংডুর পথে' ভ্রমণকাহিনিতে নিচের কোন বাক্যে মিয়ানমারের ঐতিহ্য ঝুটে উঠেছে? [জ. বো. '১৮]
ক) 'লুঙ্গি, ফুঙ্গি ও প্যাগোড়া এই তিনি নিয়ে মিয়ানমার।'
খ) 'বুড়ো আঙ্গুলের সমান চিংড়ির কিলো ৪ থেকে ৫ খে চ্যা।'
গ) 'শিরীষ গাছের নিচে মিয়ানমারের তরুণী নূডলস বিক্রি করছে।'
ঘ) 'পথে পথে মিয়ানমারের রঞ্জিলা যুবতি-তরুণীরা।'
৮. মংডুতে কোন পোশাকটির ব্যবহার বেশি দেখা যায়? [কু. বো. '১৮]
ক) লুঙ্গি খ) থামি
গ) চীবর ঘ) শার্ট
৯. 'লুঙ্গি, ফুঙ্গি ও প্যাগোড়া এই তিনি নিয়ে মিয়ানমার'— উক্তিটি দ্বারা প্রকাশ পেয়েছে— [সি. বো. '১৮]
ক) পোশাক খ) ধর্মাচার
গ) সংস্কৃতি ঘ) বৈশিষ্ট্য

১০. 'মংডুর পথে' ভ্রমণকাহিনিতে কোথা থেকে ছাড়া পেয়ে লেখক খাচা ছাড়া পাখির মতো উড়াল দিলেন? [জ. বো. '১৭]
ক) কারাগার থেকে
খ) হোটেল থেকে
গ) অভিবাসন ও শুক্র দফতর থেকে
ঘ) হাসপাতাল থেকে
১১. পাইক্যা কর চাকার ঘানবাহন? [কু. বো. '১৭]
ক) দুই চাকার খ) তিন চাকার
খ) চার চাকার ঘ) হয় চাকার
১২. কত সালে পুরুগিজরা চট্টগ্রামে বসতি স্থাপন করে? [জ. বো. '১৬]
ক) ১২০০ সালে খ) ১৪০০ সালে
খ) ১৬০০ সালে ঘ) ১৮০০ সালে
১৩. 'পদাউক' ফুলের রং কেমন? [জ. বো. '১৬]
ক) সোনালি খ) বেগুনি
খ) নীলচে ঘ) রক্তিম
১৪. মংডুতে লেখকদের দিকে লোকজন তাকিয়ে থাকার পেছনে কাজ করেছে তাদের— [ঘ. বো. '১৬]
ক) ভাষার পার্থক্য খ) খাদ্যাভ্যাসের বৈচিত্র্য
গ) বাসস্থানের পরিচয় ঘ) পোশাকের ভিন্নতা
১৫. বিপ্রদাশ বড়ুয়া ২০০১ সালের কোন মাসে মংডুতে গিয়েছিলেন? [ঘ. বো. '১৬]
ক) মার্চ খ) এপ্রিল
খ) মে ঘ) জুন
১৬. কোন গাছের নিচে মিয়ানমারের তরুণী নূডলস বিক্রি করছিল? [দি. বো. '১৬]
ক) শিরীষ গাছ খ) তেঁতুল গাছ
খ) নারকেল গাছ ঘ) বটগাছ
১৭. মিয়ানমারের নারী পুরুষ উভয়েই কোন পোশাকটি পরে? [দি. বো. '১৬]
ক) ধূতি খ) লুঙ্গি
খ) শার্ট ঘ) পাজামা
১৮. বার্মায় কাদেরকে সম্মানের চোখে দেখা হয়? [জ. বো. '১৫]
ক) পুলিশ খ) বৌদ্ধ ভিক্ষু
খ) মহিলা ঘ) শিশু
১৯. বর্মী শব্দ 'গম' অর্থ কী? [জ. বো. '১৫]
ক) গমন খ) গ্রাম
খ) ভালো ঘ) সম্মান

২০. মিয়ানমারের পাইক্যার একচেটিয়া চালক কারা? [বি. বো. '১৫; সি. বো. '১৪]
 ① বৌদ্ধ ② হিন্দু
 ③ মুসলমান ④ রাখাইন
২১. মিয়ানমারে সেমা ফুল কোন মাসে ফুটে? [বি. বো. '১৪; কু. বো. '১৫]
 ① মে ② জুন
 ③ জুলাই ④ আগস্ট
২২. ছবাইক কী?
 ① সেলাইবিহীন লুঙ্গি ② থামি
 ② ভিক্ষাপাত্র ④ বৌদ্ধভিক্ষু
২৩. মিয়ানমারে রিকশার বদলে কী ব্যবহার করা হয়? [জি. বো. '১৪]
 ① পাইক্যা ② গরুর গাড়ি
 ② ভ্যান গাড়ি ④ ঘোড়ার গাড়ি
২৪. শার্ট পরা মণ্ডুর মুসলমানদের কীভাবে সেৱা যায়?
 ① লুঙ্গির নিচে গুঁজে দেয় ② ক্লুলেও শার্ট লুঙ্গি পরে
 ③ লুঙ্গির বাইরে পরে ④ ছেলে-বুড়ো, যুবতি সবাই লুঙ্গি পরে
২৫. মিয়ানমার বাংলাদেশের কোন দিকে অবস্থিত?
 ① পূর্ব ② পশ্চিম
 ② উত্তর ④ দক্ষিণ.
২৬. মিয়ানমার-এর ৪ থেকে ৫শ চ্যাআমাদের টাকার হিসাবে কত?
 [বি. বো. '১৪]
 ① ৪০-৫০ টাকা ② ৫০-৬০ টাকা
 ② ৭০-৮০ টাকা ④ ৮০-৯০ টাকা
২৭. পাইক্যা চলে কোন দেশে?
 ① ইরানে ② মিয়ানমারে
 ② ভারতে ④ নেপালে
২৮. সেলাইবিহীন লুঙ্গির মতো বন্ধুটির নাম কী? [সকল বোর্ড '১৩]
 ① চীবর ② পাইক্যা
 ② গি বর্মি কোট ④ বোরকা
২৯. 'ওদের বয়স শতাব্দী বা তারও বেশি'— মণ্ডুর কোনটি সম্পর্কে
 এ কথা বলা হয়েছে?
 [সকল বোর্ড ২০১২]
 ① কিছু গাছের ② স্থানীয় অধিবাসীদের
 ② বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ④ বাড়ি-ঘরের
৩০. সুধার পাড়া কী?
 ① মুসলিম গ্রাম ② হিন্দু গ্রাম
 ② বৌদ্ধ গ্রাম ④ রাখাইন গ্রাম
৩১. চীবরে কোন রং করা হয়?
 [বগুড়া ক্যাটনমেট পাবলিক ফুল ও কলেজ]
 ① লাল ② হলুদ
 ② কালো ④ সাদা
৩২. কারা নিজেদের বসতির জায়গাকে ব্যাডেল বলত?
 [ক্যাটনমেট পাবলিক ফুল ও কলেজ, রংপুর]
 ① ইংরেজরা ② পর্তুগিজরা
 ② ফরাসিরা ④ আরাকানিরা
৩৩. বিশ্বাস বড়ুয়া মিয়ানমারের মণ্ডু ভ্রমণ করেছিলেন কত সালে?
 ① ২০০১ ② ২০০২
 ② ২০০৩ ④ ২০০৪
৩৪. কোন দেশের পূর্ব নাম ছিল বার্মা?
 ① থাইল্যান্ড ② ভার
 ② মেজুন ④ মিয়ানমার

৩৫. মণ্ডু ও টেকনাফের মাঝখালে কোন নদী?
 ① পদ্মা ② মেঘনা
 ② নাফ ④ শীতম
৩৬. মণ্ডু শহরের সাথে চট্টগ্রাম শহরের যোগাযোগ কখন থেকে?
 ① প্রাগৈতিহাসিক যুগে ② ব্রিটিশ যুগের আগে
 ② দেশভাগের সময় ④ মুক্তিযুদ্ধের পরে
৩৭. মেঞ্জো সেবাস্টিন মানবিক কী ছিলেন?
 ① পাদরি ② পুরোহিত
 ② ভিক্ষু ④ পরিচালক
৩৮. পর্তুগিজরা কোথায় বসতি স্থাপন করে?
 ① ঢাকায় ② চট্টগ্রামে
 ② বরিশালে ④ রাজশাহীতে
৩৯. বর্তমানে 'ব্যাডেল রোড' নামক স্থানটির অস্তিত্ব যে শহরে—
 ① কুমিল্লা ② ঢাকা
 ② চট্টগ্রাম ④ কক্সবাজার
৪০. 'মণ্ডুর পথে' ভ্রমণকাহিনির লেখক কখন অভিবাসন ও শুক্র
 দফতর থেকে ছাড়া পান?
 ① সকালে ② বিকালে
 ② সন্ধ্যের পর ④ মধ্যরাতে
৪১. বার্মা থেকে আলাদা স্বাধীন রাজ্য ছিল কোনটি?
 ① মণ্ডু ② আন্দামান
 ② চট্টগ্রাম ④ আরাকান
৪২. 'মণ্ডুর পথে' ভ্রমণকাহিনির লেখকের হাতে ও কাঁধে কী ছিল?
 ① ঝোলাবুলি ② ব্যাগ
 ② ছবি ④ ম্যাপ
৪৩. মিয়ানমারের সবাই কী পরিধান করে?
 ① ধূতি ② পাজামা
 ② ফুঙ্গি ④ লুঙ্গি
৪৪. মণ্ডুর ব্যাবসা কাদের দখলে?
 ① চট্টগ্রামবাসীদের ② স্থানীয় মুসলমানদের
 ② পর্তুগিজদের ④ পাদরিদের
৪৫. লেখক মণ্ডুতে কোন রেস্তোরাঁর রাতের খাবার খান?
 ① পাইক্যা ② রয়েল
 ② ইম্পেরিয়াল ④ ইউনাইটেড
৪৬. রয়েল রেস্তোরাঁর মাঝবয়সি নারী ছিল কোন সম্প্রদায়ের?
 ① রাখাইন ② চাকমা
 ② মুসলমান ④ বড়ুয়া
৪৭. রান্নাঘর থেকে যে মেয়েটি ছুটে আসে তার নাম কী?
 ① মারলিন ② মনিকা
 ② ঝরনা ④ কণা
৪৮. ষাতীয় দিন লেখক কার সঙ্গে মণ্ডুর পথে হেঁটেছিলেন?
 ① ধর্মরাজের ② মহাথেরোর
 ② পাদরি ④ পুরোহিতের
৪৯. মণ্ডুতে কোন গাছ সর্বত্র পাওয়া যায়?
 ① পদাটক ② কৃষ্ণচূড়া
 ② বৃন্দি শিরীষ ④ নারকেল
৫০. 'মণ্ডু' শহরের পূর্ব দিকের সেতুর নাম কী?
 ① তিস্তা ② মোসাই
 ② শেউইজার ④ অর্কিডার
৫১. সুধার পাড়া কেমন গ্রাম?
 ① মুসলিম গ্রাম ② হিন্দু গ্রাম
 ② চ্যাপ্রাম ④ সুধার গ্রাম

৫২. মংডুর পুলিশের পোশাক হলো—

- | | |
|------------|-----------|
| ক) লুঙ্গি | খ) কুঙ্গি |
| গ) প্যান্ট | ঘ) পাজামা |

৫৩. 'ছাঞ্চান', 'গম', 'ছা', 'ধামি' শব্দগুলো কোন ভাষা থেকে বাংলায় এসেছে?

- | | |
|----------|-------------|
| ক) বর্ষি | খ) পর্তুগিজ |
| গ) ফারসি | ঘ) আরবি |

৫৪. বার্মায় কুঙ্গিদের সামাজিক মর্যাদা কেমন?

- | | |
|---------------|-------------|
| ক) নিম্নমানের | খ) অপমানের |
| গ) উচু স্তরের | ঘ) সাদামাটা |

৫৫. কত বছরের ব্যবধানে পশ্চিমবঙ্গ পর্যন্ত লুঙ্গি চলে গেছে?

- | | |
|-----------|---------|
| ক) পঞ্চাশ | খ) একশ |
| গ) দেড়শ | ঘ) দুইশ |

কাঁচ শব্দার্থ ও টীকা ► পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা 57

৫৬. 'মালকিন' অর্থ কী?

- | | |
|----------------|------------|
| ক) মহিলা মালিক | খ) পরিবেশক |
| গ) ছাত্রী | ঘ) প্রচারক |

৫৭. 'মহাধেরো' শব্দ ভারা কী বোঝায়?

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| ক) চাকমাদের প্রধান দেবতা | খ) হিন্দু ধর্মের প্রধান ঋষি |
| গ) খ্রিস্টান ধর্মীয় প্রধান গুরু | ঘ) বৌদ্ধধর্মীয় প্রধান গুরু |

৫৮. আলাওল কোন শতকের কবি?

- | | |
|------------|-----------|
| ক) চতুর্দশ | খ) পঞ্চদশ |
| গ) ষোড়শ | ঘ) সপ্তদশ |

৫৯. টীবর কী?

- | | |
|----------------|----------------|
| ক) খাবারের নাম | খ) পোশাকের নাম |
| গ) হেটেলের নাম | ঘ) জায়গার নাম |

৬০. পূর্ণিমার তিথিতে যে পক্ষের অবসান হয় তাকে কী বলে? [সি. বো. '১৬]

- | | |
|--------------|--------------|
| ক) অমাবস্যা | খ) অমানিশা |
| গ) শুক্লপক্ষ | ঘ) কৃক্ষপক্ষ |

৬১. দ্বিয়সামগ্রী গুঁড়ো করার জন্য ব্যবহৃত পাত্র ও দণ্ডকে বলা হয়?

- | | |
|----------------------------------|------------|
| [রাজামাটি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়] | |
| ক) হামানদিন্তা | খ) চ্যা |
| গ) টীবর | ঘ) মহাধেরো |

৬২. দৌলত কাজী ও আলাওল কোন শতকের কবি ছিলেন?

- | | |
|----------|----------|
| ক) পনেরো | খ) ষোল |
| গ) সতেরো | ঘ) আঠারো |

৬৩. আলাওলের শ্রেষ্ঠ রচনা কোনটি?

- | | |
|------------|-------------|
| ক) সাতকাহন | খ) পদ্মাবতী |
| গ) লীলাবতী | ঘ) মিরাবাঈ |

৬৪. অমাবস্যার পর থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত চন্দ্ৰকলা বাড়ার সময়কে বলে—

- | | |
|--------------|--------------|
| ক) শুক্লপক্ষ | খ) কৃক্ষপক্ষ |
| গ) অন্যপক্ষ | ঘ) অমাবস্যা |

৬৫. 'প্যাপোড়া' হলো—

- | | |
|------------------|---------------------------|
| ক) হিন্দু মন্দির | খ) খ্রিস্টান প্রার্থনালয় |
| গ) বৌদ্ধ মন্দির | ঘ) রাখাইন মন্দির |

কাঁচের উদ্দেশ্য ► পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা 58

৬৬. মিয়ানমারের জীবন-সংস্কৃতির ধারণা পাওয়া যাব যে রচনায়—

[জ. বো. '১৬]

- | | |
|--------------------|------------------------|
| ক) আমাদের লোকশিল্প | খ) বাংলা ভাষার জন্মকথা |
|--------------------|------------------------|

- | | |
|--------------|----------------|
| গ) মংডুর পথে | ঘ) অতিথির সূতি |
|--------------|----------------|

৬৭. 'মংডুর পথে' রচনা পাঠে শিক্ষার্থীরা কীসে অনুপ্রাপ্তি হবে?

[ব. বো. '১৫]

- | | |
|-----------------|-------------------|
| ক) জাতীয়তাবোধে | খ) বন্দেশ চেতনায় |
|-----------------|-------------------|

- | | |
|--------------------|------------------------|
| গ) ভূমণাকাঙ্ক্ষায় | ঘ) ধর্মীয় সম্প্রীতিতে |
|--------------------|------------------------|

৬৮. 'মংডুর পথে' রচনাটি পড়ে শিক্ষার্থীরা মায়ানমার সম্পর্কে—

- | |
|-------------------------|
| ক) নিচু ধারণা পোষণ করবে |
|-------------------------|

- | |
|-------------------------|
| খ) বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়বে |
|-------------------------|

- | |
|------------------------------|
| গ) সন্দেহমূলক অনুভূতি জানাবে |
|------------------------------|

- | |
|---------------------------------|
| ঘ) আগ্রহ ও ভালোবাসা প্রকাশ করবে |
|---------------------------------|

কাঁচ-পরিচিতি ► পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা 58

৬৯. মায়ানমার আমাদের পূর্ব দিকের—

- | | |
|--------------|------------------------|
| ক) অনুমত দেশ | খ) সন্তাসপ্রবণ রাষ্ট্র |
|--------------|------------------------|

- | | |
|------------------|--------------|
| গ) প্রতিবেশী দেশ | ঘ) শত্রুভূমি |
|------------------|--------------|

৭০. মংডু মিয়ানমারের কোন দিকের সীমান্ত শহর?

[সি. বো. '১৫]

- | | |
|----------|-----------|
| ক) পূর্ব | খ) পশ্চিম |
|----------|-----------|

- | | |
|----------|-----------|
| ঘ) উত্তর | ঘ) দক্ষিণ |
|----------|-----------|

কাঁচের পরিচিতি ► পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা 58

৭১. বিপ্রদাশ বড়োয়া কোন জেলায় জন্মগ্রহণ করেন?

- | | |
|---------|-------------|
| ক) ঢাকা | খ) কুমিল্লা |
|---------|-------------|

- | | |
|--------------|--------------|
| ঘ) কিশোরগঞ্জ | ঘ) চট্টগ্রাম |
|--------------|--------------|

৭২. বিপ্রদাশ বড়োয়া কত সালে জন্মগ্রহণ করেন?

- | | |
|--------------|--------------|
| ক) ১৯৩০ সালে | খ) ১৯৩৫ সালে |
|--------------|--------------|

- | | |
|--------------|--------------|
| গ) ১৯৪০ সালে | ঘ) ১৯৪৫ সালে |
|--------------|--------------|

৭৩. বিপ্রদাশ বড়োয়া কোন প্রামে জন্মগ্রহণ করেন?

- | | |
|-------------|-----------|
| ক) ময়নামতী | খ) ইছামতী |
|-------------|-----------|

- | | |
|-----------|-------------|
| ঘ) শিবপুর | ঘ) শ্যামপুর |
|-----------|-------------|

৭৪. 'মুন্দজয়ের গঞ্জ'— বিপ্রদাশ বড়োয়ার কোন জাতীয় রচনা?

[বা. বো. '১৭; বা. বো. '১৪]

- | | |
|------------|------------|
| ক) উপন্যাস | খ) প্রবন্ধ |
|------------|------------|

- | | |
|------------|-----------------|
| গ) ছোটগল্প | ঘ) শিশুতোষ গল্প |
|------------|-----------------|

৭৫. 'গাঙচিল' বিপ্রদাশ বড়োয়ার কোন জাতীয় প্রন্থ?

- | | |
|------------|------------|
| ক) উপন্যাস | খ) ছোটগল্প |
|------------|------------|

- | | |
|----------|---------|
| ঘ) কাব্য | ঘ) নাটক |
|----------|---------|

৭৬. বিপ্রদাশ বড়োয়ার উপন্যাস নিচের কোনটি?

- | | |
|--------------------|---------------------|
| ক) মুন্দজয়ের গল্প | খ) পদ্মানন্দীর মাঝি |
|--------------------|---------------------|

- | | |
|-------------------|---------|
| গ) মুক্তিযোদ্ধারা | ঘ) ১৯৭১ |
|-------------------|---------|

৭৭. 'বিদ্যাসাগর' কোন ধরনের রচনা?

- | | |
|----------|------------|
| ক) জীবনী | খ) উপন্যাস |
|----------|------------|

- | | |
|------------|---------|
| ঘ) প্রবন্ধ | ঘ) নাটক |
|------------|---------|

৭৮. নিচের কোনটি বিপ্রদাশ বড়ুয়ার শিশুতোষ উপন্যাস?
 i. সূর্য লুঠের গান ii. কুমড়োলতা ও পাখ
 ii. যুবজয়ের গল্প iii. রোবট ও ফুল ফোটানোর রহস্য
৭৯. 'সূর্য লুঠের গান' কোন ধরনের রচনা?
 i. শিশুতোষ গল্প ii. নাটক
 ii. উপন্যাস iii. প্রবন্ধ
৮০. নিচের কোনটি প্রবন্ধগ্রন্থ?
 i. বিদ্যাসাগর ii. কবিতার বাক্ত্বিমা
 ii. রোবট iii. সূর্য লুঠের গান
৮১. বিপ্রদাশ বড়ুয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কোন বিষয়ে মাতকোভর ডিগ্রি অর্জন করেন?
 i. বাংলা ii. ইংরেজি
 ii. ইতিহাস iii. দর্শন
৮২. বিপ্রদাশ বড়ুয়া কোথায় কর্মরত ছিলেন?
 i. বাংলা একাডেমিতে ii. জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রে
 ii. শিশু একাডেমিতে iii. বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে
৮৩. বিপ্রদাশ বড়ুয়ার গ্রন্থ কোনটি?
 i. সাত ঘাটের কানাকড়ি ii. আজ কাল পরশুর গল্প
 ii. রহস্যের শেষ নেই iii. সূর্য লুঠের গান
৮৪. বিপ্রদাশ বড়ুয়া দুবার কী পুরস্কার পান?
 i. বাংলা একাডেমি
 ii. আয়শা ফয়েজ সাহিত্য পুরস্কার
 iii. স্বাধীনতা পুরস্কার
 iv. অগ্রণী ব্যাংক শিশুসাহিত্য পুরস্কার

- বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর**
৮৫. 'মংত্রুর পথে' ভ্রমণকাহিনিতে লেখক অভিবাসন ও শুক্র দফতর থেকে ছাড়া পেয়ে ঝাচা ছাড়া পাখির মত উড়াল দিলেন কারণ— [দি. বো. '১৯]
 i. রূপকথার গল্পের বাস্তব রূপ দেখতে পাচ্ছিলেন
 ii. আরাকান রাজ্যের ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাচীন রাজধানী দেখতে পাবেন
 iii. ঐতিহাসিক বিভিন্ন ঘটনার বাস্তব সাক্ষী দেখছিলেন
 নিচের কোনটি সঠিক?
 i. কি i ও ii ii. কি ii ও iii iii. কি i ও iii iv. কি i, ii ও iii
৮৬. মংত্রুর পথে নেমে লেখকের আচরণে প্রকাশ পায়— [সি. বো. '১৭]
 i. বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা
 ii. আবেগপ্রবণতা
 iii. ব্রহ্মেশ সচেতনতা
 নিচের কোনটি সঠিক?
 i. কি i ii. কি ii iii. কি iii iv. কি i, ii ও iii
৮৭. আরাকান রাজ্যের ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাচীন রাজধানী কী? [চ. বো. '১৫]
 i. মংত্রু
 ii. সিংহাই
 iii. ম্বাউক-উ
 নিচের কোনটি সঠিক?
 i. কি i ও ii ii. কি iii iii. কি i, ii ও iii

৮৮. বর্মী নারী-পুরুষের বৈসাদৃশ্য রয়েছে— [সি. বো. '১৫]
 i. পোশাক পরিধানে
 ii. জীবিকায়
 iii. সংস্কৃতিতে
 নিচের কোনটি সঠিক?
 i. কি i ও ii ii. কি i ও iii iii. কি ii ও iii iv. কি i, ii ও iii
৮৯. রেঙ্গোরার রাখাইন মালকিনের বয়স প্রথমে বৃক্ষতে পারিনি। এখানে 'মালকিন' শব্দের অর্থ হলো— [কাটনমেট পার্লিক তুল ও কলেজ, রংপুর]
 i. মহিলা মালিক
 ii. মালিকের জ্ঞানী
 iii. ঘোড়ার চালক
 নিচের কোনটি সঠিক?
 i. কি i ii. কি i ও ii iii. কি ii ও iii iv. কি i, ii ও iii
৯০. মিয়ানমারের মেয়েদের চুলে সৌন্দর্যের যে প্রতীক লেখকের নজর কেড়েছে— [রাজ্যামাটি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
 i. ফুল গোজা সুন্দর চুল
 ii. রিবন ফিতের বন্ধনময় রূপ
 iii. চিরুনির আঁচড়ে শিল্প সৌন্দর্য
 নিচের কোনটি সঠিক?
 i. কি i ও ii ii. কি i ও iii iii. কি ii ও iii iv. কি i, ii ও iii
৯১. 'মালকিন' শব্দটি ঘারা বোঝায়—
 i. মহিলা মালিক
 ii. মালিকের জ্ঞানী
 iii. মালিকের বোন
 নিচের কোনটি সঠিক?
 i. কি i ও ii ii. কি i ও iii iii. কি ii ও iii iv. কি i, ii ও iii
৯২. নিজ দেশের সমস্ত মানুষের সাথে নিবিড় বন্ধন তৈরির জন্য দরকার—
 i. সকলকে উপর থেকে দেখা
 ii. সকলের আচার আচরণ, রীতিনীতি জানা
 iii. সকলের সংস্কৃতি গভীরভাবে জানা
 নিচের কোনটি সঠিক?
 i. কি i ও ii ii. কি i ও iii iii. কি ii ও iii iv. কি iii
- অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর**
- কি উদ্দীপকটি পড়ে ১৩ ও ১৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
 মায়ানমারকে বলা হয় সোনালি প্যাগোডার দেশ। ওই দেশের পথে-ঘাটে যানবাহনে অসংখ্য বৌদ্ধভিক্ষু দেখা যায়। বাংলাদেশেও বেশকিছু বৌদ্ধ আছে। বৌদ্ধধর্মীয় নেতা ও সাধকদের পোশাকও বেশ অভ্যুত। তিনি মাসের বর্ষাযাপনের পর এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভিক্ষুদের পোশাক 'চীবর' দান করা হয়।
৯৩. উদ্দীপকটিতে 'মংত্রুর পথে' ভ্রমণকাহিনির কোন দিকটি সাদৃশ্যপূর্ণ?
 i. ধর্মসংস্কৃতির দিক ii. সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য
 iii. ভাষা ও কৃষ্টি iv. রীতিনীতি ও হালচাল
৯৪. সাদৃশ্যের কারণ—
 i. উভয় জায়গায় প্যাগোডার কথা বলা হয়েছে
 ii. উভয় জায়গায় বৌদ্ধ ভিক্ষুদের কথা বলা হয়েছে
 iii. উভয় জায়গায় ধর্মীয় পোশাক চীবরের কথা বলা হয়েছে
- নিচের কোনটি সঠিক?
 i. কি i ও ii ii. কি ii ও iii iii. কি i ও iii iv. কি i, ii ও iii

গুরুত্বপূর্ণ সূজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

শিখনফলের ধারায় প্রশ্নীত

প্রশ্ন ০১ দিনাজপুর বোর্ড ২০১৯

মাহিনের বাবা-মা সুযোগ পেলেই বিদেশে বেড়াতে যান। এবার বাবা-মায়ের সাথে ভূটান গিয়ে মাহিনের খুব ভালো লাগে। ভূটানিদের পোশাক, ঐতিহ্য ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তাকে মুগ্ধ করে। সে তাদের খাদ্যাভ্যাস দেখে অবাক হয়। কত বিচিত্র ধরনের খাবার ও কত বিচিত্র ধরনের পরিবেশন পদ্ধতি। আটা, সবুজ সবজি এবং আলু দিয়ে তৈরি 'আলুটমা' তাদের একটি ব্যক্তিমূলী জনপ্রিয় খাবার।

ক. আলাওলের শ্রেষ্ঠ রচনা কোনটি? ১

খ. "লুঙ্গি, ফুঙ্গি, প্যাগোডা— এই তিনি মিলেই মিয়ানমার।"— উক্তিটি কেন করা হয়েছে? ২

গ. উদ্দীপকের ভূটানিদের খাদ্যাভ্যাসের সাথে মংডুর অধিবাসীদের খাদ্যাভ্যাসের বৈসাদৃশ্য বর্ণনা কর। ৩

ঘ. "মিল থাকলেও উদ্দীপকটি 'মংডুর পথে' ভ্রমণকাহিনির মূলভাব ধারণ করে না।"— মন্তব্যটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

► শিখনফল ১

ক. • আলাওলের শ্রেষ্ঠ রচনা 'পদ্মাবতী'।

খ. • "লুঙ্গি, ফুঙ্গি ও প্যাগোডা— এই তিনি নিয়ে মিয়ানমার।"— উক্তিটি দ্বারা লেখক বুঝিয়েছেন যে, মিয়ানমারের সর্বত্রই লুঙ্গি, ফুঙ্গি ও প্যাগোডা দেখা যায়।

• মিয়ানমারের নারী-পুরুষ সবাই লুঙ্গি পরে। মেয়েরা লুঙ্গির সাথে ব্লাউজ পরে, আর পুরুষরা লুঙ্গির সাথে জামা পরে। ফুঙ্গিরা হলেন বৌদ্ধ ভিক্ষু। তাদের পেশা হলো ভিক্ষা করা এবং ধর্ম প্রচার করা। আর প্যাগোডা হলো বৌদ্ধদের প্রার্থনার স্থান। মিয়ানমারে এগুলো বেশি রয়েছে এবং বেশি দেখা যায়। তাই আলোচ্য কথাটি লেখক বলেছেন।

গ. • উদ্দীপকের ভূটানিদের খাদ্যাভ্যাসের সাথে মংডুর অধিবাসীদের খাদ্যাভ্যাসের বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান।

• জ্ঞান অর্জনের জন্য অন্যতম উপায় ভ্রমণ করা। ভ্রমণের মাধ্যমে মানুষ বাস্তব জ্ঞান অর্জন করতে পারে। ভ্রমণের মাধ্যমে মানুষ একটি দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি প্রভৃতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করে। সেই দেশের মানুষের আচার-ব্যবহার, খাদ্যাভ্যাস প্রভৃতি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন করে।

• উদ্দীপকে ভূটান ভ্রমণের অভিজ্ঞতা তুলে ধরা হয়েছে। এখানে মাহিনের ভূটান ভালো লাগার কথা বলা হয়েছে। ভূটানিদের পোশাক, ঐতিহ্য, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে মাহিন ধারণা অর্জন করে। ভূটানিরা আটা, সবুজ সবজি এবং আলু দিয়ে তৈরি 'আলুটমা' খায়। ভূটানিদের এ খাদ্যাভ্যাস 'মংডুর পথে' ভ্রমণকাহিনিতে বর্ণিত মংডুর অধিবাসীদের খাদ্যাভ্যাসের সঙ্গে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ। মংডুবাসী যে ধরনের খাবার খায় তা ভূটানিদের খাদ্য তালিকায় দেখা যায় না। তারা ধানি লঙ্কা পুড়িয়ে নুন ও পেয়াজ দিয়ে ভর্তা করে খায়। তারা পোড়া বা সেম্বু ধানি লঙ্কা মাটির হামানদিষ্টায় পিষে নেয়। তারা ভাত খায়। মংডুর অধিবাসীদের খাদ্যাভ্যাসের সাথে ভূটানিদের খাদ্যাভ্যাসের এখানেই বৈসাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

ঘ. • "মিল থাকলেও উদ্দীপকটি 'মংডুর পথে' ভ্রমণকাহিনির মূলভাব ধারণ করে না।"— মন্তব্যটির যথার্থ।

• ভ্রমণের মাধ্যমে মানুষ বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করে। এর মাধ্যমে একটি দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, ইতিহাস, ঐতিহ্য, লোকজন, লোকজনের আচার-ব্যবহার, খাদ্যাভ্যাস প্রভৃতি সম্পর্কে জানা যায়।

• 'মংডুর পথে' ভ্রমণকাহিনিতে লেখক মিয়ানমার ভ্রমণের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছেন। মিয়ানমারের পশ্চিম সীমান্তের শহর মংডু দিয়ে লেখকের ওই দেশ সফর শুরু হয়েছিল। তিনি এখানে মংডুর মানুষের পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাস, ব্যাবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি সম্পর্কে তাঁর ধারণা ব্যক্ত করেছেন। এ বিষয়গুলোর মধ্যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও একটি দেশের ইতিহাস-ঐতিহ্যের দিকটি উদ্দীপকের বর্ণনার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। এছাড়া এ ভ্রমণকাহিনিতে মংডুর রাস্তাঘাট রেস্তোরাঁ নারীদের পোশাক-পরিচ্ছদ এবং তাদের স্বাধীন ব্যাবসা পরিচালনার যে বিষয়গুলো রয়েছে সেগুলো উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়নি।

• 'মংডুর পথে' ভ্রমণকাহিনিতে রাখাইন সম্প্রদায়ের স্বাধীন জীবনযাপন, মুসলমান মহিলাদের বোরকা পরে চলাচল, ত্রিতিশ আমলের গাছপালা, বৃষ্টি শিরীষ, তেঁতুল গাছ প্রভৃতির কথা বলা হয়েছে। এ বিষয়গুলো উদ্দীপকে অনুপস্থিত। এসব দিক বিচারে তাই বলা যায় যে, প্রশ্নে মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ০২ বিষয় : প্যারিসের রেস্তোরাঁ।

এত দূনিয়ার সব দেশের খানার এরা সমবাদার, সেই জন্য যেকোনো রেস্তোরায় সব নেশনের খাদ্যের একটা না একটা নমুনা পাওয়া যাবেই। সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে, পারীতে অল্প খরচে অনেকখানি তৃণির সাথে খেতে পাওয়া যায়। রান্নাটা উচুদরের তো বটেই, রান্নাটা টাট্কা।

তথ্যসূত্র : পারী— অনন্দাশঙ্কর বায়।

ক. প্যাগোডা কী? ১

খ. মংডুর মানুষের পোশাক-পরিচ্ছদ কেমন? বর্ণনা কর। ২

গ. উদ্দীপকের সাথে 'মংডুর পথে' ভ্রমণকাহিনির সাদৃশ্য দেখাও। ৩

ঘ. "উদ্দীপকটি 'মংডুর পথে' ভ্রমণকাহিনির মর্মবাণী আমাদের সামনে মৃত্ত করে তোলে।"— যথার্থতা নির্মলণ কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

► শিখনফল ১

ক. • প্যাগোডা হলো বৌদ্ধমন্দির।

খ. • পোশাকের ক্ষেত্রে মংডুর সবাই লুঙ্গি পরিধান করে।

• মংডুর ছেলে-বুড়ো-যুবক-যুবতি সবাই লুঙ্গি পরে। এমনকি স্কুলের ছেলে-মেয়েদের পোশাকও লুঙ্গি ও জামা বা শার্ট। সেখানকার মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সবাই লুঙ্গি পরে এবং পরিধেয় শার্টটি লুঙ্গির নিচে গুঁজে দেয়। লুঙ্গি, শার্ট ও বর্ষি কোট, মাথায় বর্ষি টুপি, পায়ে স্যান্ডেল সেখানকার মানুষের জাতীয় পোশাক।

গ. • উদ্দীপকে বর্ণিত রেস্তোরার দিকটির সাথে 'মংডুর পথে' ভ্রমণকাহিনির সাদৃশ্য রয়েছে।

• মানুষ তার জ্ঞানের পরিধিকে সমৃদ্ধ করতেই ভ্রমণের প্রতি আকৃষ্ট হয়। ভ্রমণের মাধ্যমে মানুষ যথার্থ জ্ঞান অর্জন করতে পারে। সেই সাথে জানতে পারে সেই দেশের মানুষের আচার-আচরণ, খাদ্যাভ্যাস, ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে।

• উদ্দীপকে প্যারিসের রেস্তোরার বর্ণনা রয়েছে। তাদের রেস্তোরার রুচিশীল খাবারের দিকটি সবাইকে আকৃষ্ট করে। রান্নার মানের বিষয়ে উচুদরের প্রমাণ পাওয়া যায়। অল্প খরচে তৃণির সাথে খাওয়ার দিক থেকে রেস্তোরাগুলোর যেন বিকল্প নেই। 'মংডুর পথে' ভ্রমণকাহিনিতেও রয়েছে রেস্তোরার বর্ণনা। আছে সুন্দর ঝকঝকে পরিবেশের রয়েল রেস্তোরার কথা। লেখকের বর্ণনায় উচ্চে এসেছে রেস্তোরার খাবারের বর্ণনা। রেস্তোরায় খাবার পরিবেশনের দিকটি লেখককে মুগ্ধ করে। এভাবে উদ্দীপক এবং 'মংডুর পথে' ভ্রমণকাহিনি উভয় ক্ষেত্রে বিভিন্ন অনুষঙ্গের মাধ্যমে রেস্তোরার বর্ণনা রয়েছে। আর উভয় ক্ষেত্রে বর্ণিত এই দিকটির সাথেই 'মংডুর পথে' ভ্রমণকাহিনি ও উদ্দীপকের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

১. “উদ্দীপকটি ‘মংডুর পথে’ ভ্রমণকাহিনির মর্মবাণী আমাদের সামনে মৃত্ত করে তোলে।”— মন্তব্যটি যথার্থ নয়।
২. ভ্রমণের মাধ্যমে মানুষ অর্জন করতে পারে বিচ্ছি অভিজ্ঞতা। অজ্ঞানাকে জ্ঞানার আগ্রহ নিয়ে মানুষ দেশভ্রমণে বের হয়। ভ্রমণের মাধ্যমে মানুষ জ্ঞানতে পারে একটি দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে।
৩. ‘মংডুর পথে’ ভ্রমণকাহিনিতে লেখক ভ্রমণ অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। মিয়ানমারের মংডুর শহর ভ্রমণের মাধ্যমে লেখক সেই দেশের মানুষের খাদ্যাভ্যাস, ব্যাবসা-বাণিজ্য, রেন্টেরাঁ, পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে জ্ঞানতে পেরেছেন। আর সেই অভিজ্ঞতার বিবরণ ভ্রমণকাহিনিতে পরিবেশিত হয়েছে। মংডুতে বসবাসরত বিভিন্ন ধর্মের লোক সম্পর্কেও বর্ণনা করা হয়েছে। বাংলাদেশের ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে মংডুর যথেষ্ট মিল পরিলক্ষিত হয়। অতীত ইতিহাসের দিকগুলোও এই ভ্রমণকাহিনিতে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু উদ্দীপকে ‘প্যারিসের রেন্টেরাঁ’র বর্ণনা রয়েছে। তা থেকে সেখানকার মানুষের ডোজন-বিলাসিতার দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।
৪. উদ্দীপকটিতে ‘মংডুর পথে’ ভ্রমণকাহিনিতে প্রতিফলিত রেন্টেরাঁ’র দিকটি প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু ‘মংডুর পথে’ ভ্রমণকাহিনিতে আমাদের পূর্ব দিকের প্রতিবেশী দেশ মিয়ানমারের পশ্চিম সীমান্তের শহর মংডুর কথা বলা হয়েছে। লেখক মংডুর মানুষের পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাস, ব্যাবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে ধারণা দিয়েছেন ‘মংডুর পথে’ ভ্রমণকাহিনিতে। এই বিবেচনার বলা যায়, উদ্দীপকটি ‘মংডুর পথে’ ভ্রমণকাহিনির একটি দিক প্রকাশ করলেও মর্মবাণীকে আমাদের সামনে মৃত্ত করে তোলে না। তাই প্রশ্নেস্তু মন্তব্যটি যথার্থ নয়।

প্রশ্ন ০৩ দিনাজপুর জিলা স্কুল

সুমন কিছুদিন পূর্বে ভারতের বারাসাতে বেড়াতে গেল। সে তার মামার সাথে বিভিন্ন জায়গা ঘুরে দেখল। সেখানকার দু'চাকা বিশিষ্ট হাতে টানা রিকশা দেখে অবাক হলো। এটি দেখে আমাদের দেশে কুষ্টিয়া শহরের ছয় আসন বিশিষ্ট খোলা ভ্যানগাড়ির কথা মনে পড়ল। ঐ অঞ্চলের পোশাক-পরিচ্ছদ ও খাবার প্রায়ই মিল থাকলেও নামের ক্ষেত্রে কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে।

ক. ‘ফুঙ্গি’ শব্দের অর্থ কী?

১

খ. “ওদের বয়স শতাব্দী বা তারও বেশি” বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২

গ. উদ্দীপকে ‘মংডুর পথে’ ভ্রমণকাহিনির কোন দিকটি আলোকপাত করছে বলে তুমি মনে কর?

৩

ঘ. “প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও উদ্দীপক ও ‘মংডুর পথে’ রচনার মূল সূর এক।”— মন্তব্যটির যথার্থতা বিচার কর।

৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

► শিখনফল ১

ক. ০ ‘ফুঙ্গি’ শব্দের অর্থ হলো— মায়ানমার অঞ্চলের বৌদ্ধ সম্প্রদায় বা পুরোহিত।

খ. ০ মংডুর কিছু গাছকে উদ্দেশ্য করে লেখক আলোচ্য উক্তিটি করেছেন।

০ মংডুতে নানা ধরনের গাছ রয়েছে। যেমন— বৃক্ষ শিরীষ, তেঁতুল, নারকেল, কাঠ গোলাপ, সোনালু, আম, কাঠাল, কৃষ্ণচূড়া। এসব গাছের মধ্যে কিছু গাছ ব্রিটিশ আমলের। এসব গাছের বয়স নির্দেশ করতেই লেখক বলেছেন— “ওদের বয়স শতাব্দী বা তারও বেশি।”

গ. ০ উদ্দীপকে ‘মংডুর পথে’ ভ্রমণকাহিনির যানবাহনের দিকটি আলোকপাত করা হয়েছে।

০ যানবাহন যেকোনো দেশের ঐতিহ্য বহন করে। দেশ ভ্রমণের মাধ্যমে নানা ধরনের ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায়। এর মাধ্যমে দেশীয় ঐতিহ্যের মধ্যে সেসবের তুলনা করাও যথেষ্ট সহজ হয়।

০ উদ্দীপকের সুমন ভারতের বারাসাতে বেড়াতে যায় মামার সঙ্গে। সে অবাক হয় সেখানকার দু'চাকা বিশিষ্ট হাতে টানা রিকশা দেখে। কারণ এই রিকশা দেখে তার মনে পড়ে যায় কুষ্টিয়া শহরের ছয়

আসনবিশিষ্ট ভ্যানগাড়ির কথা। অন্যদিকে ‘মংডুর পথে’ ভ্রমণ কাহিনিতে আমরা তিনচাকার রিকশার কথা জ্ঞানতে পারি। মোটোর বাইকের পাশে আর একটা চাকা লাগিয়ে এই রিকশা তৈরি করা হয়। মিয়ানমারে একে পাইক্যা বলা হয়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে ‘মংডুর পথে’ ভ্রমণকাহিনির যানবাহনের দিকটি আলোকপাত করা হয়েছে।

ঘ. ০ “প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও উদ্দীপকে ‘মংডুর পথে’ রচনার মূল সূর এক।”— মন্তব্যটি যথার্থ নয়।

০ যেকোনো দেশকে জ্ঞান অন্যতম উপায় হলো ভ্রমণ করা। এই কারণে ভ্রমণ পিপাসু মানুষ মনের চাহিদা মেটাতে নানা দেশ ভ্রমণ করে। এর মাধ্যমে তারা একটি দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানতে পারে।

০ উদ্দীপকের সুমন মামার সাথে ভারতের বারাসাতে বেড়াতে যায়। তারা বারাসাতের বিভিন্ন জায়গা ঘুরে দেখে। সেখানে সে হাতে টানা দুচাকার রিকশা দেখে। তাছাড়া ওই অঞ্চলের পোশাক-পরিচ্ছদ ও খাবারের সঙ্গে পরিচিত হয় সে। পক্ষান্তরে, ‘মংডুর পথে’ রচনায় মিয়ানমারের পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাস, ব্যাবসা-বাণিজ্য, ধর্মীয় আদর্শ মানুষের জীবনযাপন ব্যবস্থা, যানবাহন প্রভৃতি বিষয় ফুটে উঠেছে। কিন্তু উদ্দীপকে যানবাহন, খাবার ও পোশাক-পরিচ্ছদের দিকটি ফুটে উঠেছে।

০ ‘মংডুর পথে’ রচনায় মিয়ানমারে বসবাসরত মানুষের ধর্মীয় পরিচয়, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাস, ব্যাবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয় স্পষ্ট হয়েছে। কিন্তু উদ্দীপকে বারাসাতের মানুষের ধর্মীয় পরিচয় উল্লেখ করা হয়নি। এমনকি তাদের জীবনযাপন প্রণালিও অনুলিপ্তি। তাই বলা যায়, প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও উদ্দীপক ও ‘মংডুর পথে’ রচনার মূল সূর এক— মন্তব্যটি যথার্থ নয়।

প্রশ্ন ০৪ বগুড়া জিলা স্কুল

পালামৌ এর কোল যুবতিদের গায়ের রং আবলুসের মতো কালো, সকলের কটিদেশে একখানি কুদু কাপড় জড়ানো। কর্ণে কুদু কুদু বনফুল, মাথায় বড় বড় বনফুল। যুবতিরা পরম্পর কাঁধ ধরাধরি করিয়া দাঢ়াইয়া আছে।

ক. শুক্রপক্ষ কী?

১

খ. বৌদ্ধ ভিক্ষুদের পরিধেয় পোশাক সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ। ২

গ. উদ্দীপকের নারীদের সঙ্গে ‘মংডুর পথে’ ভ্রমণকাহিনির নারীদের সাদৃশ্য বর্ণনা কর।

৩

ঘ. “উদ্দীপকে ‘মংডুর পথে’ রচনার একটি দিক প্রকাশ পেলেও সমগ্র ভাব প্রকাশ পায়নি।”— বিশ্লেষণ কর।

৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

► শিখনফল ২

ক. ০ শুক্রপক্ষ হলো অমাবস্যার পর থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত চন্দ্রকলা বাড়ার সময়।

ঘ. ০ বৌদ্ধ ভিক্ষুদের পরিধেয় পোশাকের নাম চীবর।

০ ‘মংডুর পথে’ ভ্রমণকাহিনিতে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের কথা বলা হয়েছে। চীবর তাদের পরিধেয় পোশাকের নাম। চীবর সেলাইবিহীন লুঙ্গির মতো। গায়ে আলাদা অন্য এক টুকরো চীবর থাকে। হাত কাটা ও এক কাঁধ কাটা একটা গেঞ্জ থাকে। কোমরে বেল্ট জাতীয় সেলাই করা কাপড়ের কোমর বন্ধনী থাকে। এসব মিলে ত্রিচীবর। যা বৌদ্ধ ভিক্ষুরা পরে থাকেন।

গ. ০ উদ্দীপকের সঙ্গে ‘মংডুর পথে’ ভ্রমণকাহিনির নারীদের যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে।

০ অজ্ঞানাকে জ্ঞানার, অচেনাকে জ্ঞানার, অদেখাকে দেখার আকাঙ্ক্ষা মানুষের চিরন্তন। ভ্রমণের ফলে মানুষ বাস্তব জ্ঞান অর্জন করে মাধ্যমে মানুষ একটি স্থানের মানুষের সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারে।

- উদ্দীপকের লেখক পালামৌ ভ্রমণ করে সেখানকার পরিবেশ, খাবার ও মানুষ সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। এখানে পালামৌ-এর নারীদের পোশাক-পরিচ্ছদ এবং সংস্কৃতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। সেখানকার নারীদের গায়ের রং কালো। তাদের কটিদেশে একখানি শুন্দি কাপড় জড়ানো থাকে। তারা বেশ হাসিখুশি, প্রাণচঙ্গুল। ‘মংডুর পথে’ ভ্রমণকাহিনিতেও লেখক মিয়ানমার ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। তার বর্ণনায় সেখানকার মানুষ সম্পর্কে তাঁর অর্জিত জ্ঞানের কথা উঠে এসেছে। বিশেষ করে মিয়ানমারের মেয়েরা সেখানকার পুরুষের চেয়ে অনেকটাই এগিয়ে। মিয়ানমারের যুবতি-তরুণীরা কলহাস্যে মুখর। এদিক থেকেই উদ্দীপকের সঙ্গে ‘মংডুর পথে’ ভ্রমণকাহিনির নারীদের যথেষ্ট সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

৪ • “উদ্দীপকে ‘মংডুর পথে’ ভ্রমণকাহিনির একটি দিক প্রকাশ পেলেও সমগ্র ভাব প্রকাশ পায়নি।”— মন্তব্যটি যথার্থ।

- মানুষ ভ্রমণের মাধ্যমে বাস্তব জ্ঞান অর্জন করে নিজেকে সমৃদ্ধ করে। ভ্রমণ থেকে অর্জিত জ্ঞান মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে যেমন ভূমিকা রাখে তেমনই মানসিক বিকাশেও সহায়তা করে। একটি দেশের মানুষ এবং তাদের সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা অর্জনের জন্য ভ্রমণ অপরিহার্য।

- 'মংডুর পথে' ভ্রমণকাহিনিতে লেখক মিয়ানমারে ভ্রমণে গিয়ে সেখানকার মানুষের জীবন-জীবিকা, পোশাক-পরিচ্ছদ-রাস্তাঘাট পর্যবেক্ষণ করেন। সেখানকার মেয়েদের জীবন-জীবিকা, চলাফেরা, তাদের পোশাক, সদা কলহাস্যে মুখর স্বাধীন মানসিকতা তিনি লক্ষ করেন। উদ্দীপকেও লেখক 'পালামৌ' ভ্রমণের অভিজ্ঞতার যে বর্ণনা করেছেন তাতে সেখানকার নারীদের সদাহাস্য ও আহুদে চঙ্গল ঘনোভাব প্রকাশ পেয়েছে।

- উদ্দীপকে ‘মংডুর পথে’ ভ্রমণকাহিনির সঙ্গে নারীদের সদা কলহাস্যে মুখর থাকার বিষয়টির মিল রয়েছে। এই ভ্রমণকাহিনিতে লেখক ঘিয়ানমার ভ্রমণের বাস্তব অভিজ্ঞতা তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। এখানে সেখানকার মানুষের জীবনচিত্র, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার নানা দিক প্রকাশ পেয়েছে। এই দিক থেকে বলা যায়, উদ্দীপকে ‘মংডুর পথে’ ভ্রমণকাহিনির একটি দিক প্রকাশ পেলেও সমগ্র ভাব প্রকাশ পায়নি। তাই প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ০৫ ঘণ্টার বোর্ড ২০১৯

উদ্বীপক-১ : নবিল মা-বাবার সাথে কক্ষবাজার বেড়াতে গিয়ে
সমুদ্রসৈকতের নয়নাভিমান সৌন্দর্য উপভোগ করে। সে ডুলা হাজারীর
সাফারি পার্ক, মাবার বাগান, বৌদ্ধ মন্দির ইত্যাদি দেখে আনন্দ পেল।

উদ্দীপক-২ : খাসিয়া জনগোষ্ঠী কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে।
তারা প্রচুর পান ও মধু চাব করে। খাসিয়া মেয়েরা স্থানীয় বাজারে পান
বিক্রি করে। তারা 'কাজিম পিন' নামক ব্লাউজ ও লুঙ্গি আৱ ছেলেরা
পকেট ছাড়া শার্ট পরিধান করে, ঘার নাম 'কুংগ মারং'।

ক. বার্মায় কাদের খুব সম্মানের চেয়ে দেখা হয়?
খ. 'প্লাইস পরে হাত ধোয়ার অবশ্য' বলতে লেখক কী বোঝাতে

গ. উদ্বোধন-১ এ 'মংডুর পথে' ভ্রমণকাহিনির যে দিকটি ফুটে
চেয়েছেন? ৮

৫৮১ প্রশ্নের উত্তর

শিখনকল ১

ক • বার্ষিক ডিপ্লোমা এবং সম্মানের চোখে দেখা হয়।

- ৪** • ‘গ্লাভস পরে হাত ধোয়ার অবস্থা’ বলতে স্নেথক বিদ্যুৎ চলে
গেলে ফ্যান থাকা না থাকার সমান— এই দিকটি বোঝাতে চেয়েছেন।

- লেখক ইউনাইটেড হোটেলে জায়গা না পেয়ে একটা চতুর্থ শ্রেণির হোটেলে যান। সেখানে যেমন অপরিচ্ছন্ন তেজনই দৃশ্যমান। বিভানায় চৰা জমিৱ মতো উচ্চ-নিচু তোশক। মাথার উপরে ক্যান আছে কিন্তু রাত নয়টার পর বিদ্যুৎ থাকবে না। এ অবস্থাকে লেখক প্লাভস পরে হাত ধোয়ার মতো অবস্থা বলে বর্ণনা করেছেন।

গ • ১ নবর উদ্বীপক 'মংডুর পথে' ভ্রমণকাহিনির লেখকের
অভিজ্ঞতা, সেখানকার মানুষের সংস্কৃতি, ব্যাবসা-বাণিজ্য, প্রাকৃতিক
দশা ইত্যাদি দিক প্রকাশ পেয়েছে।

- অজ্ঞানাকে জ্ঞানার, অচেনাকে চেনার, নিত্যনতুন বিষয় দেখার আকাঙ্ক্ষা মানুষের চিরন্তন। এমণের মাধ্যমে মানুষ সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে যথার্থ জ্ঞান অর্জন করতে পারে।

- 'মংডুর পথে' ভ্রমণকাহিনিতে লেখক মিয়ানমারে ভ্রমণের অভিজ্ঞতার বর্ণনা করেছেন। মংডুর মানুষের পোশাক-পরিচ্ছদ, ব্যাবসা-বাণিজ্য, সেখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরেছেন। এই দিকটি প্রকাশিত হয়েছে ১ নম্বর উদ্দীপকে নাবিন তার বাবা-মায়ের সাথে কল্পবাজার ভ্রমণে এসেছে। সেখানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে সে মুগ্ধ হয়েছে। সেখানকার বিভিন্ন স্থান, মানুষজন, হাটবাজার, নানা রকম পণ্য ইত্যাদি দেখে নতুন নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। যেটা 'মংডুর পথে' ভ্রমণকাহিনির লেখকের অভিজ্ঞতারই বহিঃপ্রকাশ। রচনার এ দিকটিই উদ্দীপকে ফটে উঠেছে।

৪ • উদ্দীপক ২-এর অসিয়া ও মংডুর পথে' ভ্রমণকাহিনির
মিয়ানমারবাসীর মধ্যে নানাবিধ এক্য বিদ্যমান।— অন্তব্যটি যথার্থ—

- সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রার দিকে লক্ষ করলেই একটি দেশের জীবনাচরণের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করা যায়। সাধান্য যিন হয়তো চোখে পড়বে তবে অমিলের ভাগই বেশি। প্রতিটি দেশের নাগরিকরা তাদের ঐতিহ্য-সংস্কৃতি অনুযায়ী আচার-ব্যবহার, পোশাক-পরিষ্কার নির্ধারণ করে।

- উদ্দীপকে ২-তে খাসিয়া জনগোষ্ঠীর জীবনাচরণে দিকটি তুলে ধরা হয়েছে। তাদের চাষাবাদ ব্যাবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি দিকের বর্ণনা রয়েছে। মেয়েরা 'কাঞ্জিম পিন' নামক ব্লাউজ ও লুঙ্গি পরে এবং ছেলেরা পকেট ছাড়া শার্ট পরে। 'মংডুর পথে' ভ্রমণকাহিনিতে মিয়ানমারবাসীর জীবনাচরণ ও পোশাক-পরিচ্ছদের যে বর্ণনা রয়েছে উদ্দীপকের খাসিয়াদের জীবনাচরণের সাথে তার অনেক মিল রয়েছে।

- মিয়ারমারের ঘানুষের পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাসে এবং ব্যাবসা-বাণিজ্যের যে বর্ণনা রয়েছে তার সাথে উদ্ধীপক ২ এবং খাসিয়াদের এক্য পরিলক্ষিত হয়। কেননা মিয়ানমারের মেয়েরা লুঙ্গি পরে, ব্যাবসা করে যা খাসিয়া মেয়েরাও করে থাকে। এসব দিক বিবেচনায় বলা যায় প্রশংসন্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ০৬ মনোমুসিংহ বোর্ড ২০১৯

দৃশ্যকল্প-১ : বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাংশে সাঁওতালদের বসবাস।
সাঁওতাল নারীরা অত্যন্ত পরিশ্রমী। কৃষিকাজ থেকে শুরু করে ঘর-
গৃহস্থালির সকল কাজে তারা পারদশী।

দৃশ্যকল্প-২ : 'পালামৌ' এর কোল যুবতিদের গায়ের রং আবলুসের
মতো কালো, সকলের কঠিদেশে একখানি করিয়া ক্ষুদ্র কাপড়
জড়ানো। কর্ণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বনফুল, মাথায় বড় বড় বনফুল। যুবতিরা
পরস্পর ধরাধরি করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

- ক. আরাকান রাজ্যের ধ্বংসপ্রাণ প্রাচীন রাজধানীর নাম কী? ১
 খ. 'পথে পথে মিয়ানমারের যুবতি-তরুণীরা।'— ব্যাখ্যা কর। ২
 গ. দৃশ্যকল্প-২-এর সাথে 'মংডুর পথে' ভ্রমণকাহিনির সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি ব্যাখ্যা কর। ৩
 ঘ. "দৃশ্যকল্প-১ যেন মংডুর স্বাধীন নারীদেরই প্রতিরূপ।"— যুক্তিসহ প্রমাণ কর। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

শিখনফল ২ ও ৩

- ক.** • আরাকান রাজ্যের ধ্বংসপ্রাণ প্রাচীন রাজধানীর নাম ম্যাউক-উ।
খ. • 'পথে পথে মিয়ানমারের যুবতি-তরুণীরা।'— উক্তিটি স্বারা মিয়ানমারের সন্ধ্যার উৎসবমুখর অবস্থাকে বোঝানো হয়েছে।
 • অপরূপ মিয়ানমার বৃক্ষথার গঞ্জের মতো। সেখানকার মেঘেরা স্বাধীন ও স্বাচ্ছন্দ। কারণ পথে পথে সন্ধ্যায় মিয়ানমারের মানুষেরা রাস্তায় ঘূরতে বের হয়। বিশেষ করে মিয়ানমারের মেয়েরা। তারা লুঙ্গি ও বালমলে ব্লাউজ জাতীয় জামা পরে বের হয়। মাথায় গোঁজা থাকে ফুল আর রিবন ফিতা। এই সুন্দর দৃশ্য বোঝাতেই লেখক আলোচ্য উক্তিটি করেছেন।

- গ.** • দৃশ্যকল্প-২-এর সাথে 'মংডুর পথে' ভ্রমণকাহিনির নারীদের সাজসজ্জার দিকটি সাদৃশ্যপূর্ণ।
 • আজানাকে জানার এবং অদেখাকে দেখার আকাঙ্ক্ষা মানুষের চিরন্তন। ভ্রমণের মাধ্যমে মানুষ বাস্তব জ্ঞান অর্জন করতে পারে। এর মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের নারী-পুরুষের আচার-ব্যবহার, পোশাক-পরিচ্ছদ ও সাজসজ্জা সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারে।
 • দৃশ্যকল্প-২-এর 'পালামৌ'-এর কোল যুবতিদের গায়ের রং, তাদের পোশাক ও সাজসজ্জার কথা বলা হয়েছে। এখানে নারীদের পোশাকের যে বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছে তা 'মংডুর পথে' ভ্রমণকাহিনির নারীদের পোশাক-পরিচ্ছদের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। এখানে মংডু ও মিয়ানমারের নারীদের কথা বলা হয়েছে। তারা সবাই পুরুষের মতো লুঙ্গি পরে। তাদের এ লুঙ্গি পরা 'পালামৌ'-এর নারীদের কটিদেশে একধানা ক্ষুদ্র কাপড় জড়ানোকে নির্দেশ করে। মিয়ানমারের নারীরা লুঙ্গি সঙ্গে বালমলে ব্লাউজ জাতীয় জামা বা গেঞ্জি পরে। দৃশ্যকল্প-২-এ যুবতিদের পরম্পরাধরাখরি করে চলা বা দাঢ়িয়ে থাকার বিষয়টি 'মংডুর পথে' ভ্রমণকাহিনিতে মিয়ানমারের নারীদের কলহাস্যে মুখর হয়ে বাঢ়ির সামনে দোকানের বাইরে দাঢ়িয়ে থাকার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।
- ঘ.** • "দৃশ্যকল্প-১ যেন মংডুর স্বাধীন নারীদেরই প্রতিরূপ।"— মন্তব্যটি যথার্থ।

- বিভিন্ন দেশ, দেশের মানুষ এবং তাদের আচার-সংস্কৃতি জানার সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে ভ্রমণ। ভ্রমণের মাধ্যমে নানা বিষয়ে বাস্তব জ্ঞান অর্জন করা যায়।
 • উদ্বীপকের দৃশ্যকল্প-১ বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাংশে বসবাসকারী সাওতাল নারীদের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে। এই নারীরা অত্যন্ত পরিশ্রমী। তারা তাদের কাজকর্মে অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দেয়। কৃষিকাজ থেকে শুরু ঘর গৃহস্থালির সব কাজই তারা করে। এই বিষয়টি 'মংডুর পথে' ভ্রমণকাহিনিতে বর্ণিত নারীদের পরিশ্রম ও তাদের দক্ষতার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। লেখক এখানে পরিশ্রমী নারীদের কথা বলেছেন, যারা নিজেরা স্বাবলম্বী। তারা পুরুষের পাশাপাশি সব রকম কাজ করে। তারা স্বাধীনভাবে নানা রকম ব্যাবসা পরিচালনা করে। এ ভ্রমণকাহিনিতে লেখক সেখানকার নারীদের বিভিন্ন খাবার তৈরির যে কথা বলেছেন তা দৃশ্যকল্প-১-এ উল্লিখিত সাওতাল নারীদের ঘর-গৃহস্থালি কর্মকাণ্ডের বিষয়কে নির্দেশ করে।
 • 'মংডুর পথে' ভ্রমণকাহিনিতে বর্ণিত নারীরা স্বাধীন। তারা স্বাধীনভাবে ঘরে-বাইরে কাজ করে এবং ব্যাবসা পরিচালনা করে। উদ্বীপকের দৃশ্যকল্প-১-এ নারীদের যে বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে তা এ ভ্রমণকাহিনির নারীদের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে একসূত্রে গাঁথা। তাই বলা যায় যে, প্রশ্নে মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ০৭ ঢাকা বোর্ড ২০১৬

নদ-নদী ও বাংলাদেশ একই সুতোয় গাঁথা দুটি নাম। এদেশের মাটি ও মানুষের ক্ষেত্রে নদ-নদী ও তপ্তোতভাবে জড়িত। এদেশের সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি সবকিছুই নদীর সাথে জড়িত। নওগাঁর পাহাড়পুর, বগুড়ার মহাস্থানগড়, কুমিল্লার লালমাই ও ময়নামতি এবং নরসিংদীর উয়ারী-বটেশ্বরসহ দেশের প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্রভূমিগুলো নদীর তীরে গড়ে উঠেছিল।

- ক. 'পাইক্যা'-এর একচেটিয়া চালক কারা? ১

খ. মিয়ানমারের সীমান্ত শহর মংডুর পথে নেমে লেখকের হৃদয় অচেনা আবেগে উপচে পড়ল কেন? বুঝিয়ে লেখ। ২

- গ. "বাংলাদেশের প্রাচীন সভ্যতাগুলো যেমন নদীর তীরে গড়ে উঠেছিল; মিয়ানমারেও তেমনি।"— 'মংডুর পথে' রচনার আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

- ঘ. "ভ্রমণের মাধ্যমে মানুষ একটি দেশের নানা বিষয় সম্পর্কে জানতে পারে।"— উদ্বীপক ও 'মংডুর পথে' রচনার আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

শিখনফল ৫

- ক. • পাইক্যার একচেটিয়া চালক মংডুর স্থানীয় মুসলমানরা।

খ. • মিয়ানমারের সীমান্ত শহর মংডুর পথে নেমে আনন্দে লেখকের হৃদয় অচেনা আবেগে উপচে পড়ল সন্ধ্যার আলো-আধারিতে চারপাশের নতুন পরিবেশ দেখে।

• আমাদের বাংলাদেশের পূর্ব দিকের প্রতিবেশী দেশ মিয়ানমার। এই মিয়ানমারের মংডু শহরের পথে নেমেই লেখকের হৃদয় অচেনা আবেগে উপচে পড়ল। কারণ প্রথমত অপরিচিত একটি দেশ মিয়ানমার যা দেখার ইচ্ছা লেখকের অনেক দিনের। বিতীয়ত সেখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য লেখকের হৃদয় কাঢ়ে। এ দুটোকে জানার ও দেখার আনন্দে লেখকের হৃদয় অচেনা আবেগে উপচে পড়ল।

গ. • "বাংলাদেশের প্রাচীন সভ্যতাগুলো যেমন নদীর তীরে গড়ে উঠেছিল, মিয়ানমারও তেমনি।"— এখানে মূলত মিয়ানমারের অঙ্গরাজ্য আরাকান সম্পর্কে বলা হয়েছে।

• প্রাচীন সভ্যতাগুলো মূলত নদীর তীরেই গড়ে উঠত। নদীর তীরে গড়ে ওঠার কারণ হলো বাণিজ্য। প্রাচীনকালে বেশিরভাগ বাণিজ্যই হতো নদীপথে। তাই দেখা যায় যে, পৃথিবীর বড় বড় নগর সভ্যতা গড়ে উঠেছে নদীতীরবতী স্থানে।

• উদ্বীপকে উল্লিখিত বাংলাদেশের প্রাচীন সভ্যতাগুলো যেমন—নওগাঁর পাহাড়পুর, বগুড়ার মহাস্থানগড়, কুমিল্লার লালমাই পাহাড় এবং নরসিংদীর উয়ারী-বটেশ্বর নদী তীরে অবস্থিত। মাটি ও মানুষের সঙ্গে নদীর গভীর যোগ বলেই এই প্রাচীন সভ্যতাগুলো গড়ে উঠেছিল নদীর তীরে। 'মংডুর পথে' ভ্রমণকাহিনিতেও প্রাচীন আরাকান রাজ্যের সঙ্গে নদীর সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কে জানতে পারি। আরাকান রাজ্যের ধ্বংসপ্রাণ প্রাচীন রাজধানী হলো ম্যাউক-উ। এই রাজধানী ফেনী নদীর তীরবতী। মূলত বাণিজ্যের সুবিধার জন্য এই প্রাচীন নগরগুলো নদীতীরে অবস্থিত। তাই বলা যায় যে, বাংলাদেশের প্রাচীন সভ্যতাগুলো যেমন নদীর তীরে গড়ে উঠেছিল, মিয়ানমারও তেমনি।

ঘ. • "ভ্রমণের মাধ্যমে মানুষ একটি দেশের নানা বিষয় সম্পর্কে জানতে পারে।"— মন্তব্যটি যথার্থ।

• কোনো দেশকে জানার সবচেয়ে ভালো উপায় হলো সেই দেশে ভ্রমণ। ভ্রমণপিপাসু মানুষ তাই মনের খোরাক মেটাতে যুগ যুগ ধরে ঘূরছে। এই ভ্রমণের মাধ্যমে তারা উপভোগ করতে পারে একটি দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, জানতে পারে দেশটির ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে।

• 'মংডুর পথে' ভ্রমণকাহিনিতে লেখকের ভ্রমণ অভিজ্ঞতায় এ সত্যের প্রতিফলন ঘটেছে। মিয়ানমারের মংডু শহর ভ্রমণের মাধ্যমে লেখক জানতে পেরেছেন সেখানকার মানুষের খাদ্যাভ্যাস, ব্যাবসা-বাণিজ্য,

পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে। অন্যদিকে উদ্দীপকে বলা হয়েছে নদীমাত্রক বাংলাদেশের কথা, বাংলাদেশের প্রাচীন নগরীগুলোর কথা। বাংলাদেশ ভ্রমণের মাধ্যমেই অন্য দেশের একজন মানুষ এগুলো সম্পর্কে জানতে পারে।

০ ভ্রমণে মানুষ চোখ দিয়ে দেখে, হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করে সমৃদ্ধ করে তার অভিজ্ঞতার ভাভার। এর মাধ্যমেই সে জানতে পারে একটি দেশ সম্পর্কে, সেই দেশের বিচিত্র সব জিনিস সম্পর্কে। উদ্দীপক ও 'মংডুর পথে' ভ্রমণকাহিনিতে ভ্রমণের এ দিকটি উপস্থাপিত হয়েছে। তাই বলা যায় যে, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ০৮ শহীদ বীর উত্তম লে: আনন্দোয়ার গার্লস কলেজ, ঢাকা

রহমান সাহেব সপরিবারে দুদের ছুটিতে পার্বত্য এলাকায় ঘুরতে বের হন। তিনি দেখেন পার্বত্য অঞ্চলের মেয়েরা অনেক পরিশ্রম করে। কোনো কাজে তাদের বিরাম নেই। তাদের শরীরের গঠন অনেক শক্ত। দেশের যেকোনো পুরুষের তুলনায় এখানকার মেয়েরা বেশি পরিশ্রম করে। রহমান সাহেব মনে করেন ভ্রমণ মানে কেবল ঘোরা নয়, ভ্রমণ মানে কোনো স্থান সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা।

ক. মিয়ানমারে কারা ভিক্ষা করে জীবিকা নির্বাহ করে? ১

খ. মিয়ানমারে 'ফুঙ্গি'দের সম্পর্কে যা জান লেখ। ২

গ. উদ্দীপকের কোন দিকটি 'মংডুর পথে' রচনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'ভ্রমণ মানে কেবল ঘোরা নয়'- উদ্দীপকের এই উক্তিটি 'মংডুর পথে' রচনার আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

► শিখনফল ৫

ক. • মিয়ানমারে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বা পুরোহিতরা ভিক্ষা করে জীবিকা নির্বাহ করে।

খ. • মিয়ানমারে প্রায় সর্বত্রই ফুঙ্গিদের দেখা যায়। ফুঙ্গি হলো বৌদ্ধ ভিক্ষু অর্থাৎ বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বা পুরোহিত।

০ পথেঘাটে, বাসের চালে যাত্রীদের সঙ্গে মিয়ানমারে প্রায় সর্বত্রই ফুঙ্গিদের দেখা যায়। সকালে তারা খালি পায়ে ভিক্ষা করতে বের হন। ভিক্ষাই তাদের জীবিকা। ভিক্ষুদের পরিধেয় চীবর সেলাইবিহীন লুঙ্গির মতো। তাদের গায়ে আলাদা অন্য এক টুকরো চীবর থাকে। হাত, কাটা ও এক কাঁধ কাটা একটা গেঁজি থাকে, কোমরে বেল্ট জাতীয় অর্থাৎ সেলাই করা কাপড়ের কোমরবন্ধনী থাকে। তাদের হাতে থাকে ছাবাইক বা ভিক্ষাপাত্র। ভিক্ষুদের চীবর বিশেষ মাপে এবং অনেক জোড়া দিয়ে সেলাই করা হয়। সাধারণত লাল ও লালের কাছাকাছি রঙে চীবরে রং করা হয়। মিয়ানমারে ফুঙ্গিদের অত্যন্ত সদ্মানের চোখে দেখা হয়।

গ. • উদ্দীপকের রহমান সাহেবের ভ্রমণ অভিজ্ঞতা ও পার্বত্য অঞ্চলের মেয়েদের বর্ণনার দিকটি 'মংডুর পথে' রচনার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

• অজানাকে জানার, অচেনাকে চেনার, অদেখাকে দেখার আকাঙ্ক্ষা মানুষের চিরন্তন। ভ্রমণের মাধ্যমে মানুষ বাস্তব জ্ঞান অর্জন করতে পারে। এর মাধ্যমে মানুষ একটি স্থানের মানুষের সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারে।

০ উদ্দীপকের রহমান সাহেব পার্বত্য এলাকায় ঘুরতে যান এবং সেখানকার মানুষ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। পার্বত্য অঞ্চলের মেয়েরা অনেক পরিশ্রমী। তাদের শরীরের গঠন অনেক শক্ত এবং কাজের ক্ষেত্রে তাদের কোনো বিরাম নেই। পুরুষের তুলনায় এখানকার মেয়েরা বেশি পরিশ্রম করে। 'মংডুর পথে' ভ্রমণকাহিনিতেও লেখক মিয়ানমার ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণনায় সেখানকার মানুষ সম্পর্কে তাঁর অর্জিত জ্ঞানের কথা উঠে এসেছে। বিশেষ করে মিয়ানমারের মেয়েরা অনেকটা

স্মাধীনভাবে ব্যাবসা-বাণিজ্য করে। এক্ষেত্রে তারা পুরুষদের চেয়ে অনেক এগিয়ে। আর এই দিক থেকেই উদ্দীপকের সঙ্গে 'মংডুর পথে' রচনাটি সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ. • 'ভ্রমণ মানে কেবল ঘোরা নয়'- উদ্দীপকের এই উক্তিটি 'মংডুর পথে' রচনার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ ও যথার্থ।

০ জীবনে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য সবচেয়ে ভালো উপায় হলো দেশ ভ্রমণ। কোনো দেশকে জানার জন্য সবচেয়ে ভালো উপায় হলো সেই দেশ ভ্রমণ। ভ্রমণপিপাসু মানুষ তাই মনের খোরাক মেটাতে যুগ যুগ ধরে ঘুরছে। এই ভ্রমণের মাধ্যমে তারা জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি একটি দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সম্পর্কে জানতে পারে।

০ 'মংডুর পথে' ভ্রমণকাহিনিতে লেখকের ভ্রমণ অভিজ্ঞতায় এ সত্যের প্রতিফলন ঘটেছে। মিয়ানমারের মংডুর শহর ভ্রমণের মাধ্যমে লেখক সেখানকার মানুষের খাদ্যাভ্যাস, ব্যবসায়-বাণিজ্য, পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে জানতে পেরেছেন। লেখক মংডুর সঙ্গে বাংলাদেশের ভাষা ও সংস্কৃতির অনেক মিল খুঁজে পেয়েছেন। উদ্দীপকের রহমান সাহেবও সপরিবারে পার্বত্য এলাকায় ঘুরতে বের হয়ে পার্বত্য অঞ্চল এবং সেখানকার মানুষ সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করেন। পার্বত্য অঞ্চলের মানুষ সম্পর্কে তার অর্জিত অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায়, সেখানকার মেয়েরা পুরুষের তুলনায় অনেক বেশি পরিশ্রমী। তাদের শরীরের গঠন বেশ শক্ত হওয়ায় কাজের ক্ষেত্রে তাদের কোনো বিরাম নেই। এ কারণেই রহমান সাহেব মনে করেন ভ্রমণ মানে কেবল একটি নির্দিষ্ট স্থান ভ্রমণ নয়, ভ্রমণের মাধ্যমে সেই স্থান সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়।

০ ভ্রমণে মানুষ চোখ দিয়ে দেখে, হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করে সমৃদ্ধ করে তার অভিজ্ঞতার ভাভার। এর মাধ্যমে একটি দেশ সম্পর্কে জানতে পারে। 'মংডুর পথে' ভ্রমণকাহিনি এবং উদ্দীপকের রহমান সাহেবের উক্তিতে ভ্রমণের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জনের বিষয়টি অভিন্নভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এই দিক বিবেচনায় বলা যায়, ভ্রমণ মানে কেবল ঘোরা নয়। সুতরাং মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ০৯ বিষয় : ভ্রমণের আনন্দ।

ছুটি কোথায় কাটাব, তা নিয়ে অনেক ভাবনাচিন্তা করে শেষ ঠিক করলুম, মোটরে করে গ্যাস্ট ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে একবার রাঁচি পর্যন্ত ঘুরে আসি। অভিজ্ঞ বন্ধুদের মত নিলুম। সকলেই আমাদের সংকল্পের তারিফ করলেন, আর সফরের বিষয়ে তাদের অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের পরামর্শ দিতে লাগলেন। ৭ই অক্টোবর আমরা হাজারিবাগ ছেড়ে রাঁচির উদ্দেশ্যে যাত্রা করলুম। পাহাড় আর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে আমাদের রাস্তা। স্থানে স্থানে পার্বত্য নদী ঝেকেবেকে তার দুর্গম পথ অতিক্রম করে চলেছে। দলে দলে রমণীরা আত্মায়নজনের সঙ্গে রাস্তা দিয়ে চলেছে। সকলেরই মধ্যে একটা চাঞ্চল্যের ভাব, সকলেই যেন কোনো উৎসবে ঘোর দেবার জন্য প্রস্তুত।

| তথ্যসূত্র : রাঁচি ভ্রমণ— এস. ওয়াজেদ আলী।

ক. মিয়ানমার বাংলাদেশের কোন দিকে অবস্থিত? ১

খ. মিয়ানমারের তরুণীদের তৈরি নুডলসের বর্ণনা দাও। ২

গ. উদ্দীপকে 'মংডুর পথে' ভ্রমণকাহিনির কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "সাদৃশ্য থাকলেও 'মংডুর পথে' ভ্রমণকাহিনির সামগ্রিক দিক উদ্দীপকে প্রকাশ পায়নি।"- উক্তিটি মূল্যায়ন কর। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

► শিখনফল ৫

ক. • মিয়ানমার বাংলাদেশের পূর্ব দিকে অবস্থিত।

খ. • মিয়ানমারের তরুণীরা রাস্তার মোড়ে খালি জায়গায় নিজেদের তৈরি সুস্থান নুডলস বিক্রি করে।



• মিয়ানমারের তরুণীরা যে নুডলস তৈরি করে তা সকালের নাশতা হিসেবে আদর্শ খাবার। লেখক অনেক পুলকসহ ওই খাবার খেয়েছেন। সেখানে নুডলস পোড়া লঙ্কা গুঁড়ো, তেঁতুলের টক, কলার থোড় ইত্যাদি সবজি দিয়ে স্যুপ, ডিমসেম্ব মিশিয়ে তৈরি হয়। ডিমের খোসা ফেলে তরুণীরা তা টুকরো টুকরো করে ক্ষিপ্র গতিতে। ভাসমান দোকানের এই মজাদার নুডলস লেখকদের ভালো লেগেছে।

টি: • উদ্দীপকে 'মংডুর পথে' ভ্রমণকাহিনির ভ্রমণে আনন্দ লাভের দিকটি প্রকাশ পেয়েছে।

• ভ্রমণ মানুষের মনে আনন্দ এনে দেয়। ভ্রমণের মাধ্যমে আনন্দ লাভের পাশাপাশি মানুষ যথার্থ জ্ঞান অর্জন করতে পারে। অভিজ্ঞতালব্ধ এ জ্ঞান মানুষের জ্ঞানভান্ডারকে যথেষ্ট সমৃদ্ধ করে।

• উদ্দীপকে ভ্রমণের আনন্দ ও অভিজ্ঞতার দিকটি প্রকাশ পেয়েছে। রাঁচি ভ্রমণের চাঞ্চল্যকর ভাব সবাইকে পুলকিত করেছে। ভ্রমণের আনন্দকে সঞ্চয় করে ৭ই অক্টোবর সবাই হাজারিবাগ ছেড়ে রাঁচির উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। 'মংডুর পথে' ভ্রমণকাহিনিতেও লেখকের মিয়ানমারের সীমান্ত শহর মংডু ভ্রমণের আনন্দ-আবেগের দিকটি বর্ণিত হয়েছে। ২৪শে মে সন্ধ্যের আলো-আধারিতে মংডুর পথে নেমে ভ্রমণের আনন্দে তাঁর মুখ, চোখ, কান ও হৃদয় অচেনা আবেগে উপচে পড়ে। তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকে 'মংডুর পথে' ভ্রমণকাহিনির এই দিকটিই প্রকাশ পেয়েছে।

ঘ: • "সাদৃশ্য থাকলেও 'মংডুর পথে' ভ্রমণকাহিনির সামগ্রিক দিক উদ্দীপকে প্রকাশ পায়নি।"— উক্তিটি যথার্থ।

• ভ্রমণের মাধ্যমে মানুষ একটি দেশ সম্পর্কে জানতে পারে। অনেক অজ্ঞানা বিষয় সম্পর্কে অবগত হয়ে মানুষ জ্ঞানের পরিধিকে সমৃদ্ধ করে। একজন ভ্রমণকারী নতুন স্থানে পৌছে মনের মধ্যে পুলক অনুভব করে এবং আনন্দ উচ্ছাসে মেঠে ওঠে।

• উদ্দীপকে দেখা যায়, লেখক ছুটি কাটানোর জন্য রাঁচিতে ভ্রমণ করতে যান। ৭ই অক্টোবর তিনি হাজারিবাগ থেকে রাঁচির উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। পাহাড় আর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে রাস্তা সবার মনে এক চাঞ্চল্যের ভাব জাগ্রত করে। নতুন স্থান ভ্রমণের আনন্দে সবাই মেঠে ওঠে। 'মংডুর পথে' ভ্রমণকাহিনিতেও লেখক তাঁর ভ্রমণ অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেছেন। সন্ধ্যের আলো-আধারিতে ২৪ মে মিয়ানমারের সীমান্ত শহর মংডুর পথে নেমে লেখকের হৃদয় এক অচেনা আনন্দ ও আবেগে উপচে পড়ে। ভ্রমণের আনন্দানুভূতি বর্ণনার পাশাপাশি লেখক মংডুর মানুষের পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাস, ব্যাবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি সম্পর্কেও ধারণা দিয়েছেন।

• 'মংডুর পথে' ভ্রমণকাহিনিতে লেখক সেখানকার প্রকৃতি-পরিবেশ, মানুষ, রীতিনীতি, আচার-সংস্কৃতি, ধর্ম, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরেছেন। ভ্রমণের আনন্দের কথাও প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু উদ্দীপকে শুধু ভ্রমণের আনন্দ ও অভিজ্ঞতার কথাই বর্ণিত হয়েছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে সাদৃশ্য থাকলেও 'মংডুর পথে' ভ্রমণকাহিনির সামগ্রিক দিক উদ্দীপকে প্রকাশ পায়নি। তাই বলা যায়, প্রশ্নাঙ্গ মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ১০ বিষয় : ভ্রমণের অভিজ্ঞতা।

এই শহরে ইতঃপূর্বে কখনও আসি নাই। বিহারের একটি শহর। রাত্রিও বেশ অন্ধকার।... স্টেশনে খোজ করিয়া শুনিলাম, শহরের ডিতর একটি হোটেল আছে। ঠিক করিলাম, হোটেলে রাত্রিবাস করিয়া সকালে ভদ্রলোকের খোজ করিব। একটি এক্কার সহায়তায় উক্ত হোটেলে আসিয়া পৌছান গেল। হোটেলের মালিক দেখিলাম বেশ সদাশয় ব্যক্তি। তিনি আমার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করিলেন— হিতলে একটি কুঠরি দিলেন এবং সদাশয়তার আতিশয়ে একটি দড়ির খাটিয়া দিলেন। যৎসামান্য আহার করিয়া সেই খাটিয়া আশ্রয় করিয়া শুইয়া পড়িলাম।

[তথ্যসূত্র : শরণব্যায়া- বনফুল]

- | | | |
|----|--|---|
| ক. | দৌলত কাজী কত শতকের কবি ছিলেন? | ১ |
| খ. | লেখকের মন থাচা ছাড়া পাখির মতো উড়তে চাইল কেন? লেখ। | ২ |
| গ. | উদ্দীপকের লেখকের সঙ্গে 'মংডুর পথে' ভ্রমণকাহিনির লেখকের কোন বিষয়টি সাদৃশ্যপূর্ণ? | ৩ |
| ঘ. | উদ্দীপকে 'মংডুর পথে' ভ্রমণকাহিনির সমগ্র ভাব প্রকাশ করে না— মন্তব্যটি বিশেষণ কর। | ৪ |

১০নং প্রশ্নের উত্তর

► শিখনফল ৬

- | | |
|----|--|
| ক. | দৌলত কাজী সতরো শতকের কবি ছিলেন। |
| খ. | অভিবাসন ও শুক্র দফতর থেকে ছাড়া পেয়ে লেখকের মনটা থাচা ছাড়া পাখির মতো উড়াল দিতে চাইল। |
| গ. | ভ্রমণের উদ্দেশ্যে লেখক মিয়ানমারের মংডু শহরে যখন পৌছান তখন সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে এসেছে। অভিবাসন ও শুক্র দফতর থেকে ছাড়া পেয়ে লেখকের মন থাচা ছাড়া পাখির মতো উড়াল দিতে চেয়েছে। কারণ এই পথে আরাকান রাজ্যের ঝৰংসপ্রাণ প্রাচীন রাজধানী ম্যাটক-উ দেখতে পাবেন। |
| ঘ. | উদ্দীপকের লেখকের সঙ্গে 'মংডুর পথে' ভ্রমণকাহিনির লেখকের সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে একটি নিম্নমানের হোটেলে রাত কাটানো। |
| ১. | অজানাকে জানার আকাঙ্ক্ষা মানুষের চিরস্তন। তাই মানুষ বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমন করে। ভ্রমণে মানুষের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা হয়। মানুষ যথার্থ জ্ঞানও লাভ করে। |
| ২. | 'মংডুর পথে' ভ্রমণকাহিনিতে লেখক প্রথমে ইউনাইটেড হোটেলে যান। সেখানে জায়গা না পেয়ে তিনি অন্যত্র হোটেলের খোজ করেন। শেষে যে হোটেল পেলেন তার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। কাঠের যেমন-তেমন দেয়াল, বিছানা উচ্চ-নিচু, তোশক চস্বা জমির মতো। মশারি দুর্গন্ধযুক্ত। মাথার ওপর পাখা থাকলেও সেখানে রাতে বিদ্যুৎ থাকে না। এমনই বিড়ম্বনার মধ্যে রাত কাটান উদ্দীপকের লেখকও। বিহারের একটি শহর। লেখক এর আগে কখনো সেখানে আসেননি। অনেক খোজ করে রাতে থাকার জন্য একটি হোটেল পান। দোতলা একটি কুঠরিতে একটি দড়ির খাটিয়া লেখককে রাত কাটাতে হয়। যৎসামান্য খাবারও তিনি সেখানে পান। এই দিক থেকে উদ্দীপকের লেখকের সঙ্গে 'মংডুর পথে' লেখকের সাদৃশ্য রয়েছে। |
| ৩. | উদ্দীপকে 'মংডুর পথে' ভ্রমণকাহিনির সমগ্র ভাব প্রকাশ করে না— মন্তব্যটি যথার্থ। |
| ৪. | জীবনে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য সবচেয়ে ভালো উপায় হলো দেশ ভ্রমণ। কোনো দেশ সম্পর্কে সার্বিকভাবে জানতে চাইলে সেই দেশ ভ্রমণ করতে হয়। ভ্রমণপিপাসু মানুষ তাই ভ্রমণ করে। |
| ৫. | 'মংডুর পথে' ভ্রমণকাহিনিতে লেখকের ভ্রমণ অভিজ্ঞতা প্রকাশ পেয়েছে। মিয়ানমারের মংডু শহর ভ্রমণের মাধ্যমে লেখক সেখানকার মানুষের খাদ্যাভ্যাস, ব্যাবসা-বাণিজ্য, পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে জানতে পেরেছেন। এই প্রবন্ধে তিনি সেই দেশের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। এখানে তিনি একটি চতুর্থ শ্রেণির হোটেলে রাত কাটান। এ ঘটনার সঙ্গে উদ্দীপকের সাদৃশ্য রয়েছে। উদ্দীপকের লেখকও বিহারে গিয়ে একটি সাধারণ হোটেলে রাত কাটাতে বাধ্য হন। |
| ৬. | উদ্দীপকের বিষয়টি 'মংডুর পথে' ভ্রমণকাহিনির লেখকের ভ্রমণ অভিজ্ঞতার একটি দিক মাত্র। এই বিষয়টি অর্ধাং নিম্নমানের হোটেলে রাত্যাপনের বিষয়টি ছাড়া উদ্দীপকে 'মংডুর পথে' প্রবন্ধে বর্ণিত অন্য কোনো বিষয় বা ভাব প্রকাশ পায়নি। তাই বলা যায় যে, প্রশ্নটি মন্তব্যটি যথার্থ। |

অধিকতর অনুশীলন সহায়ক সূজনশীল প্রশ্নব্যাংক

১।



- ক. কাদের 'পাদরি' বলা হয়? ১
 খ. পাইক্যা কী? ব্যাখ্যা কর। ২
 গ. 'মংডুর পথে' ভ্রমণকাহিনির কোন বিষয়টি উদ্দীপকে ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
 ঘ. "উদ্দীপকে 'মংডুর পথে' ভ্রমণকাহিনির সমগ্র দিক উন্মোচিত হয়নি"— মন্তব্যটি মূল্যায়ন কর। ৪



মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক প্রণীত

২। এরপর এলাম ছোট ইমাম বাড়ায়। মুহুম্বদ আলি শাহর কীতি। এর কারুকার্য অনেকটা আধুনিক। অনেক বড় বড় কাচের বাড়ি-লঠন এর সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে। তবে অধিকাংশই বেলজিয়াম, ফ্রান্স ও জার্মানীর তৈরি। এখানে প্যারী নগরীতে প্রস্তুত একটি ঘড়ি দেখলাম। জনৈক ফরাসী সওদাগর ওয়াজেদ আলি শাহকে উপটোকন দিয়েছিলেন। ঘড়িটিতে একদিন চাবি দিলে ছ’মাস চলে। একটি বোতলের ভেতর একটি তাজিয়া দেখলাম। খুব সূক্ষ্ম শিল্পকার্য। এখানে নাকি প্রাচীন নবাবদের মুকুট ছিল। ১৮৫৭ সালে সে মুকুট বিদেশী তক্ররেরা লুট করে নিয়ে যায়। এগুলো সবই তাজমহলের ব্যর্থ অনুকরণের প্রয়াস।

[তথ্যসূত্র: শাহী এলাকার পথে পথে— নীলিমা ইত্তাহিম]

- ক. বিপ্রদাশ বড়ুয়া দুবার কী পুরস্কার পান? ১
 খ. হোটেলে লেখক কীভাবে রাত কাটালেন? ২
 গ. উদ্দীপকের সঙ্গে 'মংডুর পথে' ভ্রমণকাহিনির সাদৃশ্য নিরূপণ কর। ৩
 ঘ. "সাদৃশ্য থাকলেও উদ্দীপকে 'মংডুর পথে' ভ্রমণকাহিনির নানা দিক অনুপস্থিত রয়েছে।"— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

ঠিকাণি

প্রশ্ন ১। নদীর ওপাড়ে মুসলিম গ্রামের নাম কী?

[ইংলিশ পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা]

উত্তর : নদীর ওপাড়ে মুসলিম গ্রামের নাম সুধার পাড়া।

প্রশ্ন ২। চট্টগ্রাম এখনও কোন রোডের স্মৃতি বহন করছে?

[সিলেট সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়]

উত্তর : চট্টগ্রাম এখনও ব্যাডেল রোডের স্মৃতি বহন করছে।

প্রশ্ন ৩। 'চ্যা' কী?

[মাইলস্টোন কলেজ, ঢাকা]

উত্তর : 'চ্যা' হলো মিয়ানমারের টাকা।

প্রশ্ন ৪। কোন গাছের নিচের নূডলসের দোকান রয়েছে? [বরিশাল ক্যাডেট কলেজ]

উত্তর : শিরীষ গাছের নিচে নূডলসের দোকান রয়েছে।

প্রশ্ন ৫। 'মহাথেরো' শব্দ দ্বারা কী বোঝানো হয়?

[রাজেন্দ্রপুর ব্যাট্ট, পাবলিক স্কুল ও কলেজ, গাজীপুর]

উত্তর : 'মহাথেরো' শব্দ দ্বারা বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রধান গুরুকে বোঝানো হয়।

প্রশ্ন ৬। মংডু কোন দেশের সীমান্ত শহর?

উত্তর : মংডু মিয়ানমারের সীমান্ত শহর।

প্রশ্ন ৭। কখন থেকে মংডুর সাথে চট্টগ্রামের যোগাযোগ?

উত্তর : বিটিশ যুগের বহু আগ থেকে মংডুর সাথে চট্টগ্রামের যোগাযোগ।

প্রশ্ন ৮। মিয়ানমারের কুমারী মেয়েরা কীসের পসরা নিয়ে বসেছে?

উত্তর : মিয়ানমারের কুমারী মেয়েরা পানীয়ের পসরা নিয়ে বসেছে।

প্রশ্ন ৯। মিয়ানমারের সবাই কী পরে?

উত্তর : মিয়ানমারের সবাই লুক্ষণ পরে।

প্রশ্ন ১০। রয়েল রেস্টোরাঁর টুল কোথা থেকে আমদানি করা?

উত্তর : রয়েল রেস্টোরাঁর টুল চীন থেকে আমদানি করা।

প্রশ্ন ১১। রেস্টোরাঁর রাখাইন মালিকের ছেলে কোথায় পড়ে?

উত্তর : রেস্টোরাঁর রাখাইন মালিকের ছেলে কলেজে পড়ে।

প্রশ্ন ১২। লেখক প্রথম রাতে কোথায় থেঁরেছেন?

উত্তর : লেখক প্রথম রাতে রয়েল রেস্টোরাঁয় থেঁরেছেন।

প্রশ্ন ১৩। সুধার ডিয়ার কীসের নাম?

উত্তর : সুধার ডিয়ার নদীর নাম।

প্রশ্ন ১৪। ভিক্ষা কাদের জীবিকা?

উত্তর : ভিক্ষা বৌদ্ধ ভিক্ষু বা ফুঙ্গিদের জীবিকা।

প্রশ্ন ১। প্রস্তুতি উপযোগী অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১। "ভিক্ষাই তাদের জীবিকা"— কথাটি কাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে? [বিদ্যাসিনী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল; রাজেন্দ্রপুর ক্যাটনমেট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, গাজীপুর]

উত্তর : 'ভিক্ষাই তাদের জীবিকা'— কথাটি ভিক্ষু বা ফুঙ্গিদের সম্পর্কে বলা হয়েছে।

ভিক্ষুরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মানুষ। তারা ভিক্ষা করেই তাদের জীবিকা নির্বাহ করে। তারা সকালে খালি পায়ে ভিক্ষা করতে বের হয়। বাসের ছাদে, পথে-ঘাটে সর্বত্র ফুঙ্গিদের দেখা যায়। ভিক্ষা ছাড়া ভিক্ষু বা ফুঙ্গিদের অন্য কোনো উপায়ে জীবিকা। তাই ভিক্ষু বা ফুঙ্গি সম্পর্কে বলা হয়েছে— ভিক্ষাই তাদের জীবিকা।

প্রশ্ন ২। মংডুতে মহিলারা চির স্বাধীন কেন? [সিলেট সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়]

উত্তর : মংডুর মেয়েরা তাদের চলাফেরা ও জীবিকা অর্জনে স্বাবলম্বী বলে তারা চির স্বাধীন।

লেখক মংডু ভ্রমণে গিয়ে সেখানকার মেয়েদের জীবিকা অর্জনে স্বাবলম্বী হিসেবে দেখেছেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বিভিন্ন দোকানের মালিক, কেউ হোটেল চালায়, কেউবা কাজ করে। তাদের কেউ কেউ পুরো দোকান একা চালাতে সক্ষম। তারা পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহারে এবং চলাফেরায়ও অত্যন্ত সাবলীল ও স্বতঃস্ফূর্ত। তাদের এমন চলাফেরা এবং জীবিকা নির্বাহ দেখেই লেখক প্রশ়্নাত্মক কথাটি বলেছেন।

প্রশ্ন ৩। পাইক্যা কী? ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : পাইক্যা একধরনের গাড়ি।

মানুষ বহন করার জন্য ব্যবহৃত রিকশার মতো একধরনের গাড়িকে মংডুতে পাইক্যা বলা হয়। মোটর বাইকের পাশে আর একটা চাকা লাগিয়ে ক্যারিয়ারে যেমন বউ-বাচ্চা বসতে পারে, পাইক্যাও প্রায় তেমন। সারা মিয়ানমারে আমাদের রিকশার বদলে পাইক্যা চলে।

Bangla 1st Paper



প্রশ্ন ৪। হোটেলে সেখক কীভাবে রাত কাটালেন?

উত্তর : 'মংডুর পথে' ভ্রমণকাহিনির লেখক হোটেলে বেশ কট করে রাত কাটালেন।

লেখক প্রথমে ইউনাইটেড হোটেলে গেলেন। সেখানে জায়গা না পেয়ে তিনি অন্যত্র খোজ করলেন। শেষে যে হোটেল পেলেন তার অবস্থা

অত্যন্ত শোচনীয়। সেটি চতুর্থ শ্রেণির হোটেল। কাঠের যেমন তেমন দেয়াল, বিছানা উঁচু-নিচু, তোশক চ্যাপ জমির মতো, মশারি উৎকট দুর্গন্ধযুক্ত। মাথার উপর পাথা থাকলেও রাত নয়টার পর সেখানে বিদ্যুৎ থাকে না। তিনি সেখানে ফ্যান ছাড়া একটি কক্ষ নিয়ে অনেক কটে রাত কাটালেন।

► অনুশীলনীর কর্ম-অনুশীলন ও সমাধান

কর্ম-অনুশীলন কি? 'মংডুর পথে' ভ্রমণকাহিনিটির কোন কোন বিষয় আমাকে আনন্দ দান এবং অনুপ্রাণিত করেছে তার বিবরণ দাও।

► পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা-58

সমাধান :

কাজের ধরন : একক কাজ।

কাজের উদ্দেশ্য : একটি বিষয় মনোযোগ দিয়ে শিক্ষার্থীদের পাঠ করানো এবং সে সম্পর্কে নিজের অনুভূতি ব্যক্ত করতে শেখা।

কাজের নির্দেশনা :

'মংডুর পথে' ভ্রমণকাহিনিটির যে যে বিষয় আমাকে আনন্দিত ও অনুপ্রাণিত করেছে সেগুলোর বিবরণ নিচে তুলে ধরছি—

কাজের বর্ণনা : প্রথমেই সেখানে যাত্রাপথের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আমাকে মুগ্ধ করেছে। তারপর সেখানকার নারীদের দোকান পরিচালনার বিষয়টি আমার ভালো লেগেছে। মিয়ানমার কুমারীরা রাস্তার পাশে পানীয়ের পসরা নিয়ে বসেছে। একেবারেই ঝুপড়ি দোকান। কুমারীদের দোকানের পাশেই অনুরূপ একটি দোকান।

মংডুরাসী পোড়া লঙ্কা কচলে নুন-তেল দিয়ে ভর্তা করে খায়। তা ছাড়া নুডলস, তেঁতুলের টক, কলার থোড় ইত্যাদি সবজি দিয়ে সৃপ, ডিমসেন্ধ মিশিয়ে খায়। এ জিনিসগুলো প্রায়ই বাঙালিদের খাবারের সঙ্গে মিলে যায়।

মংডুর পোশাক-পরিচ্ছদ আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। সেখানে ছেলে-বুড়ো, যুবক-যুবতি সবাই লুঙ্গি পরিধান করে। ক্ষুলের পোশাকও লুঙ্গি ও জামা বা শার্ট। বর্ষি মুসলমান-হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান সবাই লুঙ্গি পরে। বর্ষিরা শার্টটি লুঙ্গির নিচে গুঁজে দেয়। মংডুর মুসলিমরা শার্ট পরে লুঙ্গির বাইরে।

এই জিনিসগুলো ছাড়াও সেখানকার ভাষা-সংস্কৃতি আমাকে আনন্দ দিয়েছে এবং বিদেশ ভ্রমণে অনুপ্রাণিত করেছে।

পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা নম্বর সংবলিত

কর্ম-অনুশীলন কি? তোমার ব্যক্তিগত ভ্রমণের বিবরণ দিয়ে একটি প্রতিবেদন তৈরি কর (একক কাজ, ছবি, ভৌগোলিক চিত্র ইত্যাদি সংযোজন করা যাবে)।

► পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা-58

সমাধান :

কাজের ধরন : একক কাজ।

কাজের উদ্দেশ্য : নিজেদের ভ্রমণবৃত্তান্ত লেখায় শিক্ষার্থীদের আগ্রহী করে তোলা।

কাজের বর্ণনা :

আমার ব্যক্তিগত ভ্রমণের বিবরণ দিয়ে একটি প্রতিবেদন ২০২১ সালের ডিসেম্বর মাসে আমি, মুম্বা এবং কামাল তিনজন নৌভ্রমণে গিয়েছিলাম। তখন নদীতে পানি কিছুটা কম ছিল। তাই আমাদের খুব একটা ভয় লাগেনি। সকাল আটটায় রওয়ানা দিয়ে আমরা সকাল সাড়ে দশটায় মেঘনা নদীতে পৌছাই।

মেঘনা নদীতে যাওয়ার পথে আমরা নদীর দুধারের সৌন্দর্য অবলোকন করেছিলাম। ছোট-বড় পালতোলা নৌকা এবং মাছ ধরার অনেক নৌকা। নদীর উপর দিয়ে নানা রকম পাখির ওড়াউড়ি। মাথার উপরে খোলা আকাশ, নিচে পদ্মার জল, আমরা নৌকায় ভেসে বেড়াচ্ছি— এ দৃশ্যপট আমাদের অনেক ভালো লাগছিল।

বিকাল চারটা পর্যন্ত আমরা নদীতে ছিলাম। আমরা নৌকায় রামা করা খাবার খেলাম। বাড়ি ফিরে আসার পথে একটা জেলেনৌকায় সদ্য ধরা ইলিশ মাছ দেখে খুব লোভ হলো। আমরা মাছ কিনে বাড়ি ফিরলাম। নৌভ্রমণের এ স্মৃতি আমরা কোনোদিনই ভুলতে পারব না।

প্রতিবেদক

হাসান

খালিশপুর উচ্চ বিদ্যালয়, খুলনা।



সুপার সাজেশন



মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক নির্বাচিত
100% প্রস্তুতি উপযোগী প্রশ্ন সংবলিত সুপার সাজেশন

প্রিয় শিক্ষার্থী, অর্ধ-বার্ষিক ও বার্ষিক পরীক্ষার জন্য মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক নির্বাচিত এ গদ্যটিতে সংযোজিত গুরুত্বপূর্ণ বহুনির্বাচনি, সূজনশীল, জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নসমূহ নিচে উপস্থাপন করা হলো। ১০০% প্রস্তুতি নিশ্চিত করতে উল্লিখিত প্রশ্নসমূহের উত্তর ভালোভাবে শিখে নাও।

শিরোনাম	7★ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন	5★ তুলনামূলক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন
● বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর	এ অধ্যায়ের প্রতিটি বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর ভালোভাবে শিখে নাও।	
● সূজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর	১, ২, ৪	৫, ৭, ১০
● জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর	১, ৩, ৫, ৮	৮, ১১, ১৪
● অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর	১, ২	৮

এক্সকুলিসিড টিপস ► সূজনশীল প্রতিভা বিকাশ ও মেধা যাচাইয়ের লক্ষ্যে অনুশীলনী ও অন্যান্য প্রশ্নোত্তরের পাশাপাশি এ অধ্যায়ের সকল অনুশীলনমূলক কাজের সমাধান ভালোভাবে আয়ত্ত করে নাও।



যাচাই ও মূল্যায়ন

অধ্যায়ের অস্তুতি ও দক্ষতা যাচাইয়ের লক্ষ্য
ক্লাস টেস্ট আকারে উপস্থাপিত প্রশ্নব্যাংক

ক্লাস টেস্ট

বাংলা প্রথম পত্র

অষ্টম শ্রেণি

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা (প্রতিটি প্রশ্নের মান ১)

$1 \times 15 = 15$

[সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উভরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/ সর্বোৎকৃষ্ট উভরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। সকল প্রশ্নের উভর দিতে হবে। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।]

১. কোথা থেকে বাংলাদেশে লুঙ্গি প্রবেশ করে?
 i. পচিমবঙ্গ ii. আরাকান
 iii. চট্টগ্রাম iv. বার্মা
২. কোন হোটেলে সেখকের জায়গা হলো না?
 i. ইউনাইটেড ii. কাউথান
 iii. মিরাডং iv. আয়থাইন
৩. মংডুরে কোন পোশাকটির ব্যবহার বেশি দেখা যায়?
 i. লুঙ্গি ii. থামি
 iii. চীবর iv. শার্ট
৪. 'যুদ্ধজয়ের গঞ্জ'- বিথুদাশ বড়ুয়ার কোন জাতীয় রচনা?
 i. উপন্যাস ii. প্রবন্ধ
 iii. ছোটগল্প iv. শিশুতোষ গঞ্জ
৫. চীবর কী?
 i. খাবারের নাম ii. পোশাকের নাম
 iii. হোটেলের নাম iv. জায়গার নাম
৬. 'পদার্টিক' কুলের রং কেমন?
 i. সোনালি ii. বেগুনি
 iii. নীলচে ঘুড়ি

৭. কোন গাছের নিচে মিয়ানমারের তরুণী নুডলস বিক্রি করছিল?
 i. শিরীষ গাছ ii. তেঁতুল গাছ
 iii. নারকেল গাছ iv. বটগাছ
৮. বার্মায় কাদেরকে সম্মানের চেষ্টা দেখা হয়?
 i. পুলিশ ii. বৌদ্ধ ভিক্ষু
 iii. মহিলা iv. শিশু
৯. ছাবাইক কী?
 i. সেলাইবিহীন লুঙ্গি ii. থামি
 iii. ভিক্ষাপাত্র iv. বৌদ্ধভিক্ষু
১০. মিয়ানমারে রিকশার বদলে কী ব্যবহার করা হয়?
 i. পাইক্যা ii. গরুর গাড়ি
 iii. ভ্যান গাড়ি iv. ঘোড়ার গাড়ি
১১. মিয়ানমার-এর ৪ থেকে ৫শ চ্যাআমাদের টাকার হিসাবে কত?
 i. ৪০-৫০ টাকা ii. ৫০-৬০ টাকা
 iii. ৭০-৮০ টাকা iv. ৮০-৯০ টাকা
১২. মংডুর পথে নেমে সেখকের আচরণে প্রকাশ পায়—
 i. বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা
 ii. আবেগপ্রবণতা
 iii. স্বদেশ সচেতনতা
 নিচের কোনটি সঠিক?
 i. i ii. ii iii. iii iv. iii

সূজনশীল প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মান ১০)

$10 \times 2 = 20$

যেকোনো ২টি প্রশ্নের উভর দাও :

- ১। মাহিনের বাবা-মা সুযোগ পেলেই বিদেশে বেড়াতে যান। এবার বাবা-মায়ের সাথে ভূটান গিয়ে মাহিনের খুব ভালো লাগে। ভূটানিদের পোশাক, ঐতিহ্য ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তাকে মৃদ্ধ করে। সে তাদের খাদ্যাভ্যাস দেখে অবাক হয়। কত বিচ্ছিন্ন ধরনের খাবার ও কত বিচ্ছিন্ন ধরনের পরিবেশন পদ্ধতি। আটা, সবুজ সবজি এবং আলু দিয়ে তৈরি 'আলুটমা' তাদের একটি ব্যতিক্রমিত জনপ্রিয় খাবার।
 ক. আলাওলের শ্রেষ্ঠ রচনা কোনটি? ১
 খ. 'লুঙ্গি, ফুঙ্গি, প্যাগোড়া'- এই তিনি মিলেই মিয়ানমার- উক্তিটি কেন করা হয়েছে? ২
 গ. উদ্দীপকের ভূটানিদের খাদ্যাভ্যাসের সাথে মংডুর অধিবাসীদের খাদ্যাভ্যাসের বৈসাদৃশ্য বর্ণনা কর। ৩
 ঘ. "মিল থাকলেও উদ্দীপকটি 'মংডুর পথে' ভ্রমণকাহিনির মূলভাব ধারণ করে না"- মন্তব্যটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪
- ২। পালামৌ এর কোল যুবতীদের গায়ের রং আবলুসের মতো কালো, সকলের কঠিদেশে একখানি ক্ষুদ্র কাপড় জড়ানো। কর্ণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বনফুল, মাধ্যম নড় বড় বনফুল। যুবতীরা পরম্পরা কাঁধ ধরাধরি করিয়া দাঢ়াইয়া আছে।
 ক. শুক্রপঞ্চ কী? ১
 খ. বৌদ্ধ ভিক্ষুদের পরিধেয় পোশাক সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ। ২
 গ. উদ্দীপকের নারীদের সঙ্গে 'মংডুর পথে' ভ্রমণকাহিনির নারীদের সাদৃশ্য বর্ণনা কর। ৩
 ঘ. উদ্দীপকে 'মংডুর পথে' রচনার একটি দিক প্রকাশ পেলেও সমগ্র ভাব প্রকাশ পায়নি— বিশ্লেষণ কর। ৪

- ৩। নদ-নদী ও বাংলাদেশ একই সুতোয় গাঁথা দুটি নাম। এদেশের মাটি ও মানুষের ক্ষেত্রে নদ-নদী ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এদেশের সমাজ, সভাতা, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অধ্বনীতি সবকিছুই নদীর সাথে জড়িত। নওগাঁর পাহাড়পুর, বগুড়ার যমানবনগড়, কুমিল্লার লালমাই ও যয়নামতি এবং নরসিংহদীর উয়ারী-বটেশ্বরসহ দেশের প্রাচীন সভাতার কেন্দ্ৰভিগুলো নদীর তীরে গড়ে উঠেছিল।
 ক. 'পাইক্যা'-এর একচেটিয়া চালক কারা? ১
 খ. মিয়ানমারের সীমান্ত শহর মংডুর পথে নেমে সেখকের হৃদয় অচেনা আবেগে উপচে পড়ল কেন? বুঝিয়ে লেখ। ২
 গ. বাংলাদেশের প্রাচীন সভাতাগুলো যেমন নদীর তীরে গড়ে উঠেছিল; মিয়ানমারেরও তেমনি— 'মংডুর পথে' রচনার আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
 ঘ. "ভ্রমণের মাধ্যমে মানুষ একটি দেশের নানা বিষয় সম্পর্কে জানতে পারে" — উদ্দীপক ও 'মংডুর পথে' রচনার আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪
- ৪। এত দুনিয়ার সব দেশের খানার এরা সমবাদার, সেই জন্য যেকোনো রেস্টোরাঁয় সব নেশনের খাদ্যের একটা না একটা নমুনা পাওয়া যাবেই। সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে, পারীতে অৱৰ খরচে অনেকখানি ভূগ্র সাথে খেতে পাওয়া যায়। রামাটা উচুদরের তো বটেই, রামাটা টাট্কা।
 ক. প্যাগোড়া কী? ১
 খ. মংডুর মানুষের পোশাক-পরিষ্কার কেমন? বর্ণনা কর। ২
 গ. উদ্দীপকের সাথে 'মংডুর পথে' ভ্রমণকাহিনির সাদৃশ্য দেখাও। ৩
 ঘ. উদ্দীপকটি 'মংডুর পথে' ভ্রমণকাহিনির মর্মবাণী আমাদের সামনে মৃত করে তোলে— যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

✓ উভরমালা ▶ বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

১ ⚡ ২ ☑ ৩ ☑ ৪ ☑ ৫ ⚡ ৬ ☑ ৭ ☑ ৮ ☒ ৯ ☑ ১০ ☑ ১১ ☑ ১২ ☒ ১৩ ☑ ১৪ ☑ ১৫ ☒

✓ উভরসূত্র ▶ সূজনশীল প্রশ্ন

১ ▶ 145 পৃষ্ঠার ১ নং প্রশ্ন ও উভর | ২ ▶ 146 পৃষ্ঠার ৪ নং প্রশ্ন ও উভর | ৩ ▶ 148 পৃষ্ঠার ৭ নং প্রশ্ন ও উভর | ৪ ▶ 145 পৃষ্ঠার ২ নং প্রশ্ন ও উভর